রাঁচি, শুক্রবার
11:08:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

08

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 03 Vol »296 »25 Sharabon 1430 »
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৩ অংক » ২৯৬ » « ২৫ শে, শ্রাবণ ১৪৩০»

কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলের প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করল নিজারের জান্তা সরকার

নেপিদো : পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর জোট আফ্রিকান ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের একটি যৌথ প্রতিনিধিদলের সর্বসাম্প্রতিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করার কয়েক ঘণ্টা পর মঙ্গলবার (৮ অগাস্ট) নিজারের বিরুদ্ধে বাড়তি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। জান্তা নেতারা নিজারে যৌথ প্রতিনিধিদলের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, হুমকিপূর্ণ আগ্রাসনের পরিবেশ নিজারের সাংবিধানিক সংকট অবসানের বিষয়ে আলোচনা করা অসম্ভব করে তুলেছে। প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের সদস্যরা সেখানে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজুম ও তাঁর পরিবারকে আটক করে রেখেছে। ইকোওয়াস নামে পরিচিত পশ্চিম আফ্রিকার আঞ্চলিক ব্লক, বাজুমকে পুনর্বহাল না করা হলে নিজারে সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকি দিয়েছে। যদিও অভ্যুত্থানের নেতাদের এটি মেনে চলার রবিবারের সময়সীমা কোনো পদক্ষেপ ছাড়াই পেরিয়ে গেছে। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র বলেন, নিজারের অভ্যুত্থান প্রতিহত করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের এখনো বাস্তবসম্মত আশা আছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার সংবাদদাতাদের বলেন, আমাদের এখনো আশা আছে, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা খুবই বাস্তববাদী।

বাজার দর

SENSEX : 65688.18 -307.63
NIFTY : 19543.10 -89.45

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 18.24 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 05.22 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কাছের এলাকাকে জাতীয় সৌধ হিসেবে ঘোষণা বাইডেনের

নিউ ইয়র্ক : এটি কেবল অ্যারিজোনার জন্য নয়, বরং গোটা গ্রহের জন্য ভালো বলে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মঙ্গলবার (৮ আগস্ট) বৃহত্তর গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কাছের একটি বিশাল এলাকাকে জাতীয় সৌধ (মনুমেন্ট) হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে আমেরিকান আদিবাসী এবং পরিবেশবিদদের কয়েক দশকের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হলো। বাইডেনের এই উদ্যোগ গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন জাতীয় উদ্যানের উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় ৪ হাজার ৪৬ বর্গ কিলোমিটার (১ হাজার ৫৬২ বর্গমাইল) ভূমি সংরক্ষণে সহায়তা করবে। এটি বাইডেন দ্বারা ঘোষিত পঞ্চম সৌধ। অ্যারিজোনার আদিবাসীরা ১৯০৬ সালের পুরাকীর্তি আইনের অধীনে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে তাঁর কর্তৃত্ব ব্যবহার করে বাজ নওয়াভজো ইতাহ কুকভেনি নামে একটি নতুন জাতীয় সৌধ তৈরি করতে চাপ দিচ্ছে। হাভাসুপাই জনগোষ্ঠীর বাজ নওয়াভজো অর্থ যেখানে উপজাতিরা বিচরণ করে এবং হোপি উপজাতির ই'তাহ কুকভেনি অর্থ আমাদের পদচিহ্ন। বাইডেন এই ঘোষণাকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তাঁর প্রশাসনের বৃহত্তর প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি এই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমকে বিশেষ করে ফিনিক্সের

মতো স্থানগুলোর জন্য শাস্তিমূলক বলে উল্লেখ করেন। বাইডেন বলেন, নতুন এই সৌধ ঘোষণার ফলে ফেডারেল সরকার আমেরিকান আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁর চুক্তির বাধ্যবাধকতা পূরণ করবে। কারণ কয়েক দশক আগে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের আশপাশে তাদের অনেককে পৈতৃক বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। অ্যারিজোনা নির্বাচনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। যেখানে ১৯৯৬ সালে বিল ক্লিনটনের পরে প্রথম ডেমোক্র্যাট হিসেবে বাইডেন ২০২০ সালে অল্প ব্যবধানে জয়ী হন। আগামী বছরের নির্বাচনের অল্প কয়েকটি সত্যিকারের প্রতিযোগিতামূলক অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে অ্যারিজোনা একটি। অ্যারিজোনায় জয় বাইডেনের দ্বিতীয় মেয়াদে জয়ী হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্র সরকার ঘোষণা করল দু'বছরের মাতৃত্বকালীন ছুটি, একই সুবিধা একক বাবাদেরও

কলকাতা : বড় ঘোষণা এল ভারতের কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে। বাড়ছে মাতৃত্বকালীন ছুটি। এবার থেকে একবারে ৭৩০ দিন অর্থাৎ দু'বছরের মাতৃত্বকালীন ছুটি পেতে চলেছেন প্রসূতি মায়েরা। বুধবার ৯ অগাস্ট লোকসভায় জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। শুধু মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বাড়ছে তা নয়, পুরুষরাও পাবেন ৭৩০ দিনের পিতৃত্বকালীন ছুটি। তবে সব পুরুষরা নন, কেবলমাত্র সিঙ্গল ফাদাররা এই সুবিধা পাবেন।

সন্তান দেখভালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার পদাধিকারীরা এবার সর্বাধিক ৭৩০ দিন 'চাইল্ড কেয়ার লিভ' পাবেন। কেবল মহিলা নয়, পুরুষ কর্মীরাও সন্তান দেখভালের জন্য এই বিশেষ ছুটি পাবেন। বুধবার লোকসভায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনই জানাল কেন্দ্র। তবে সমস্ত পুরুষ কর্মীদের জন্য এই ছুটি প্রযোজ্য নয়। কেবল সিঙ্গল ফাদাররাই এই ছুটি পাবেন বলে জানা গেছে।

সন্তান জন্মের পর শুধু মায়েদের দায়িত্ব নয়, বাবাদেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে নবজাতক পালনে। তাই মাতৃত্বকালীন ছুটির মতো পিতৃত্বকালীন ছুটির বিষয় নিয়ে চর্চা হয়েছে বহুবার। মায়েদের উপর অভিভাবকত্বের বোঝা কমাতে পিতৃত্বকালীন ছুটি বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

এবার সেই মতোই পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসেস নিয়ম, ১৯৭২-এর ৪৩সি ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার পদাধিকারী মহিলা কর্মী ও সিঙ্গল পুরুষ অভিভাবকেরা সর্বাধিক ৭৩০ দিন 'চাইল্ড কেয়ার লিভ' পাবেন।

তিনি জানিয়েছেন, সন্তানের অসুস্থতা, পড়াশোনা সহ সন্তানকে দেখভালের যে কোনও প্রয়োজনে এই ছুটি পাবেন তারা। পুরো চাকরিজীবনের মধ্যে যে কোনও সময়ে এই ছুটি নেওয়া যাবে। এমনকী এক বছরের মধ্যেও ৬টি ধাপে এই ছুটি নেওয়া যেতে পারে। তবে ৭৩০ দিনের চাইল্ড কেয়ার লিভ কেবল সন্তানের ১৮ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ মহিলা কর্মী ও সিঙ্গল ফাদাররা।

আইএস নেতার মৃত্যু দীর্ঘমেয়াদী হুমকি হ্রাস করবে বলে মনে করা হচ্ছে না

সিরিয়া : সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএস তাদের যোদ্ধা, জ্যেষ্ঠ নেতাদের এবং অন্য একজন সম্ভাব্য খলিফাকে হারানোর মতো ধারাবাহিক বিপত্তি সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ইরাক এবং সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের অবসান ঘটেছে এমন ঘোষণা দেয়ার বিষয়ে সতর্ক আছেন। আইএস, আইএসআইএস বা দায়েশ নামে পরিচিত ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠী বৃহস্পতিবার আবু আল হুসান আল হুসেইনি আল কুরাশির মৃত্যুর ঘোষণা দেয়ার এক সপ্তাহের কম সময় পরে এই মূল্যায়ন আসে। তিনি গত নভেম্বর থেকে সন্ত্রাসী সংগঠনটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তবে আবু আলহুসেন কীভাবে নিহত হয়েছেন তা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। তুরস্ক প্রাথমিকভাবে বলেছিল, তারা এপ্রিলের শেষের দিকে একটি অভিযানের সময় তাকে হত্যা করেছে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা দাবিটি কখনই নিশ্চিত করেননি। আইএস এই ঘোষণাটি দিতে দেরি করেছে বলে মনে করা হয়। তবে গ্রুপটি আল কায়েদা সংযুক্ত হায়াত তাহরির আল শাম বা এইচটিএসকে দায়ী করেছে। দলটি তাৎক্ষণিকভাবে এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্মকর্তারাও উত্তরপূর্ব সিরিয়ার আল হোলের মতো বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের বড় শিবির সম্পর্কে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেখানে এখনো প্রায় ৪৯ হাজার মানুষ রয়েছে, যাদের অর্ধেক শিশু। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা সম্প্রতি বলেছে, তাদের ধারণা, হাজার হাজার যোদ্ধাকে কারাগার থেকে বের করে আনার আইএস'এর পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত বড়জোর অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তারা আরও মনে করে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটির সামগ্রিক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আইএসের মূল নেতৃত্বের শক্তি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এটি ২০২২ সালের শুরু থেকে নিজেদের অন্তত ১৪ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে হত্যা বা বন্দি হতে দেখেছে। আর এর দুজন সাম্প্রতিক আমির আবু আল হাসান এবং আবু আল হুসেন তাদের মৃত্যুর আগে তাদের অনুসারীদের কাছে প্রকাশ্য কোনো বার্তা দিতে ব্যর্থ হন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারক ট্রাম্পের ২০২০ সালের নির্বাচনের মামলায় প্রমাণের ওপর শুনানি করবেন

নিউ ইয়র্ক : ২০২০ সালের নির্বাচনকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করার অভিযোগে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বিচার কার্যক্রমের সভাপতি একজন ফেডারেল বিচারক তার অ্যাটর্নি এবং ফেডারেল প্রসিকিউটরদের মামলায় কীভাবে প্রমাণ ব্যবহার এবং প্রদান করা যায় তা নির্ধারণে সহায়তার শুনানির জন্য শুক্রবার আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ট্রাম্পের অ্যাটর্নি এবং ইউএস স্পেশাল কাউন্সেল জ্যাক স্মিথের কার্যালয়ের সদস্যরা কখন প্রক্রিয়াটি নির্ধারণ করবেন তা নিয়ে ভিন্নমতের পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক তানিয়া চুটকান শুক্রবার সকাল ১০টায় (আন্তর্জাতিক সময় ১৪০০) শুনানির জন্য ধার্য করেছেন।

শুক্রবারের শুনানির এমন এক সময় আসে যখন ট্রাম্পের বিবাদি পক্ষ সোমবার চুটকানের প্রসিকিউটরদের কাছ থেকে গোপনীয় প্রমাণগুলো যাতে ট্রাম্পের দ্বারা প্রকাশ করা না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য একটি সুরক্ষামূলক আদেশ আরোপের বিরোধিতা করে এতে ইঙ্গিত করা হয় যে, তিনি স্বাক্ষীদেরকে ভয় দেখানোর জন্য তথ্য ব্যবহার করতে পারেন। ট্রাম্প নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন এবং অভিযোগগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেছেন।

শুনানির তারিখ নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে মতবিরোধটি আইনি প্রক্রিয়া বিলম্ব বা ধীর করার জন্য ট্রাম্পের দলের সর্বসাম্প্রতিক প্রচেষ্টাকেই তুলে ধরে।

স্মিথের কার্যালয় দ্বারা আনা দুটি পৃথক ফেডারেল ফৌজদারি মামলায় তার প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত রাখার কারণে ট্রাম্পের দলের যে লজিস্টিক চ্যালেঞ্জগুলো থাকতে পারে, এতে তার ওপরও আলোকপাত করা হয় - একটি ওয়াশিংটনে এবং অন্যটি ফ্লোরিডায়, যেখানে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউজ ছাড়ার পরে উচ্চ পর্যায়ের গোপনীয় নথি নিজের কাছে রাখার ও রেকর্ড ফেরত দেয়ার জন্য সরকারের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগ রয়েছে। ট্রাম্প সেই মামলায়ও নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন।

অভিবাসন

চলতি বছর এখন পর্যন্ত সমুদ্রপথে প্রায় ৯৩ হাজার ৭০০ অভিবাসনপ্রত্যাশী এসেছেন

মধ্য ভূমধ্যসাগরে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জাহাজ ডুবে নিহত ৪১ : এএনএসএ

লাম্পেদুসা : ইতালির লাম্পেদুসা দ্বীপে পৌঁছানো প্রাণে রক্ষা পাওয়া অভিবাসন প্রত্যাশীদের বরাত দিয়ে নিউজ এজেন্সি এএনএসএ বুধবার জানায়, গত সপ্তাহে মধ্য ভূমধ্যসাগরে একটি জাহাজডুবির ঘটনায় ৪১ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী মারা গেছেন।

জাহাজডুবির ঘটনায় বেঁচে যাওয়া চারজন অভিবাসনপ্রত্শীদের উদ্ধারকর্মীদের জানিয়েছেন, তারা তিন শিশুসহ ৪৫ জনকে বহনকারী একটি নৌকায় তারা ছিলেন ।

তারা আরও জানান তিউনিসিয়ার স্ফ্যাক্স এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার সকালে নৌকাটি রওনা দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ডুবে যায়।

প্রাণে রক্ষা পাওয়া ব্যক্তিরা হলে,ন আইভরি কোস্ট ও গিনির তিন পুরুষ ও এক নারী। তারা জানান, একটি মালবাহী জাহাজ তাদের উদ্ধার করে, তারপর ইতালির উপকূল রক্ষীদের একটি জাহাজে স্থানান্তর করা হয়।

উপকূল রক্ষীরা তাৎক্ষণিকভাবে কোন মন্তব্য করেনি।

এএনএসএ এর খবরের সাথে দু'টি জাহাজডুবির ঘটনার কোন সংযোগ আছে কী না সেটা স্পষ্ট নয়। উপকুল রক্ষীরা রোববার জানায় যে তাদের ৩০ জন সদস্যের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

ওদিকে তিউনিসিয়ার কর্তৃপক্ষ সোমবার জানিয়েছে, তারা রবিবার স্ফ্যাক্সের কাছে একটি জাহাজডুবির ঘটনায় ১১ জনের লাশ উদ্ধার করেছে এবং ডুবে যাওয়া ৪৪ জন অভিবাসী এখনো নিখোঁজ রয়েছে।

ইতালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সর্বসাম্প্রতিক হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর এখন পর্যন্ত সমুদ্রপথে প্রায় ৯৩ হাজার ৭০০ অভিবাসনপ্রত্যাশী এসেছেন। যা কিনা গত ২০২২ সালের এই সময় ছিল ৪৪ হাজার ৭০০ জন।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের কাজ শুরু

ডেবরায় পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস

সন্ন্যাসী কাউরী

ডেবরা ঃ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। গত ৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে বিপুলভাবে জয় লাভ করে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন আগামী ১৬ ই আগস্টের মধ্যে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ গঠন করতে হবে। সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে জেলাগুলিতে। গোটা রাজ্যের সাথে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেও বোর্ড গঠনের কাজ শুরু হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার ডেবরা ব্লকের মোট ১৪ টি অঞ্চলের মধ্যে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হয়। ভবানীপুর, সত্যপুর, খানামোহন, মলিহাটি, গোলগ্রাম, ষাঁড়পুর, ডুঁয়া১ ডুঁয়া২, রাধামোহনপুর ২ এই নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হয়। ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন যথাক্রমে জগন্নাথ মুলা, বাসন্তী দাস। সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নরেন মুর্মু, উপপ্রধান হয়েছেন চন্দন বেরা। গোলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন ছায়া সিং এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন কৌশিক গাঙ্গুলী। উপপ্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর কৌশিক গাঙ্গুলি বলেন, সারা বাংলা জুড়ে যে উন্নয়নের জোয়ার চলছে, তা একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আগামী পাঁচ বছর গোলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত কাজ করবে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল পরিসেবা, বিদ্যুৎ, সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবা গুলো যাতে সাধারণ মানুষ পায় সেদিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।

অন্যদিকে ডুঁয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হয়। ডুঁয়া২ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মন্দিরা পাত্র এবং উপপ্রধান হয়েছেন উৎপল শূর। রাধামোহনপুর২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কনক ঘোড়াই এবং উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রবীর হুই।

উল্লেখ্য ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় । ১৪ টির মধ্যে বৃহস্পতিবার নটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছে। আজ বাকি পাঁচটি পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হবে বলে জানান ডেবরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিবেকানন্দ মুখার্জি। এদিন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন বাদল চন্দ্র মন্ডল, সহসভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন প্রদীপ কর । তিনি আগে বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন । তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করান ডেবরা ব্লকের ভিডিও শিঞ্জিনী সেনগুপ্ত। ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির ৪২ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ৩৫, বিজেপি ৬ এবং সিপিআইএম ১ আসনে জয়লাভ করেছিল।

এদিন নয়টি অঞ্চলের প্রধান , উপপ্রধান এবং ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচনে নেতৃত্ব দেন বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী ড. হুমায়ুন কবীর ।তিনি বলেন, ডেবরা ব্লকের মানুষ আমাদের উপর আস্থা ভরসা রেখেছেন। বিগত কয়েক বছরে এলাকায় বহু কাজ হয়েছে, এখনো অনেক কাজ বাকি রয়েছে। আমরা তার ওপর বেশি গুরুত্ব দিব। নতুন পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি ডেবরার মানুষের জন্য, ডেবরার উন্নয়নের জন্য আগামী পাঁচ বছর কাজ করবে।

উপস্থিত ছিলেন ডেবরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিবেকানন্দ মুখার্জি, সহ সভাপতি প্রদীপ কর, শীতেশ ধাড়া, শ্যামল মুখার্জি, শান্তি টুডু, যুব নেতা দেবব্রত ব্যানার্জি, প্রকাশ মিশ্র সহ অন্যান্যরা। এদিন ডেবরা ব্লক জুড়ে ই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ডেবরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিবেকানন্দ মুখার্জি এদিন নবনির্বাচিত প্রধান উপপ্রধান, সভাপতি, সহসভাপতি কে অভিনন্দন জানিয়েছেন । তিনি বলেন, ডেবরার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে ছিল এবং আছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল জয় তার প্রমাণ। তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিপুল জয় আসলে সাধারণ মানুষের জয়। আগামী পাঁচ বছর মানুষের কল্যাণে মানুষের পাশে থেকে আমরা কাজ করতে চাই।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়ণের লক্ষ্যে শিল্পের সমাধানে জেলা জুড়ে কর্মসূচি শুরু হলো

মালদা ঃ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়ণের লক্ষ্যে শিল্পের সমাধানে জেলা জুড়ে কর্মসূচি শুরু হলো। শুক্রবার বিকালে এই কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় মালদা শহরের বাগবাড়ি মডেল মাদ্রাসা স্কুলে। উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন , জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সহ বিশিষ্টজনেরা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের নাম রেজিস্ট্রিকরণ করা হয়।

উল্লেখ্য , মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ২০২৩ সালের আগস্ট মাস ব্যাপী উদ্যোগীদের সাথে সাক্ষাৎ শিল্পের সমাধানে কর্মসূচি সারা রাজ্য জুড়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আগ্রহীদের নাম রেজিস্ট্রেশন করেন প্রশাসনের কর্তারা।

নদী দখল করে অবৈধ নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি প্রশাসন, এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি

উত্তর দিনাজপুর ঃ নদী দখল করে চলছিল অবৈধ্য নির্মাণের কাজ। স্হানীয়দের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করলেন প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রয়েছে সুধা নদী। সেই নদীর জায়গা দখল করে অবৈধ্য ভাবে চলছিল নির্মাণের কাজ। স্হানীয়দের অভিযোগ কিছু অসাধু ব্যক্তি নদী দখল করে অবৈধ্য নির্মাণের কাজ করছিল। এই নদী বন্ধ হয়ে গেলে বেশ কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়ে যাবে। এই অভিযোগ তুলে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে ছিল স্হানীয়রা। শুক্রবার দুপুরে গোয়ালপোখরের ব্লক্কাঙ্ক খুশবু লামা ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা এসে কাজ বন্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে দেওয়া হয়।

কামালপুর চা বাগানে ৯ ফুট লম্বা অজগরের সন্ধান পাওয়া গেছে

শিলিগুড়ি ঃ বাগডোগরার কমলপুর চা বাগানে ৯ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল।শুক্রবার বাগানে চা পাতা তোলার সময় গাছের মধ্যে অজগরটিকে দেখতে পান শ্রমিকেরা।এরপর বাগান কর্তৃপক্ষ বাগডোগরা বনদপ্তরকে খবর দেয়।বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অজগরটিকে উদ্ধার করে।বনদপ্তর সূত্রে খবর, অজগরটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ডেঙ্গুর সমস্যা মোকাবেলায় রাজগঞ্জ ব্লকের ড্রেনে প্রায় ১২,০০০ গাপ্পি মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ শুক্রবার ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলা, পূর্ব ধনতলা, রাজীব নগর, মমতা পাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় নর্দমায় ছোট জলাশয়গুলোতে গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়। এদিন গাপ্পি মাছ গুলি বিভিন্ন নর্দমায় ছাড়েন ফুলবাড়ি অঞ্চলের বিদায়ী প্রধান দিলীপ রায়।প্রায় ১২ হাজার মাছ ছাড়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে ফুলবাড়ি অঞ্চলের বিদায়ী প্রধান দিলীপ রায় বলেন, ডেঙ্গুর প্রকোপ কমাতে ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় গাপ্পি মাছ ছাড়া হচ্ছে।রাজগঞ্জের বিডিও অফিস থেকে প্রায় ১২ হাজার মাছ আনা হয়েছে।এই মাছ ছাড়ার পাশাপাশি এলাকার মানুষেদের ডেঙ্গি নিয়ে সচেতন করা হচ্ছে।

কনজাংটিভাইটিসের চোঁখের ছোঁয়াচে সংক্রমণ নিয়ে জনগনের পরিষেবা দিচ্ছেন সাস্থ্য কর্মী, চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে

জলপাইগুড়ি। রাজ্য জুড়ে চোঁখের সংক্রমণ কনজাংটিভাইটিসের আক্রান্তের সংখ্যা যখন নিত্য দিন বেড়েই চলেছে সেই সময় জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধিন জেলা হাসপাতালের ই সি জি বিভাগের এক কর্মীকে এই ছোঁয়াচে অসুখে আক্রান্ত হবার পরেও হাসপাতালে আসা অন্যান্য রুগীদের ই সি জি পরিষেবা দিয়ে যাবার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাসপাতাল জুড়ে, এই প্রসঙ্গে কনজাংটিভাইসি আক্রান্ত সাস্থ্য কর্মী ধনিচরণ বর্মন জানান, আমার চোখে কনজাংটিভাইটিস সংক্রমন হয়েছে তবে এই বিভাগে কর্মী নেই তাই বাধ্য হয়েই সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ষোলো জন মানুষের ই সি জি ও করে দিয়েছি।

পৌরসভার বাড়ী নাম করে টাকা আদায় সিউড়িতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পৌরসভার বাড়ী করে দেওয়ার নাম করে ষাট হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সিউড়িতে । সিউড়ি পৌরসভার পাঁচনং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নূরজাহান বিবি বলেন, পৌরসভার বাড়ী ফের করে দেবো বলে সন্দীপ দাসকে ষাট হাজার টাকা দিয়েছিলাম । ছয় বছর হয়ে গেলো কিন্তু বাড়ী দিতে পারে নি । এখন টাকা ফেরত দিচ্ছে না । সিউড়ি পৌরসভার সাতেরো নং ওয়ার্ডের ঘটনা । পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাসাগর সাউ বলেন, গরীব মানুষের টাকা নয়ছয় করেছে এটা মানবে না । থানাতে এফআইআর করুক । এটা একটা চক্র চিটিংবাজ কাজ করে । অভিযুক্ত সন্দীপ দাস বলেন, কন্ডাক্টারির কাজ করতাম । ঘর করে দেবো নিয়েছিলাম । সাতেরো নং ওয়ার্ডের ঘটনা । সন্দীপের বাড়ী সিউড়ি সেহেরাপাড়ায় ।

সিপিএম ও কংগ্রেস জয়ীরা তৃনমূলে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বুধবার সন্ধ্যায় সিউড়ি তৃণমূল কার্যালয়ে সিপিএম ও কংগ্রেস জয়ীরা তৃনমূলে যোগদান করলো । সিউড়ি একনং ব্লকের আলুনদা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত দশ নং পঞ্চায়েত সমিতি আসনে কংগ্রেস প্রতীকে জয়ী মহম্মদ আমিন,আলুনদা গ্রামপঞ্চায়েতের ষোলোনং সংসদ থেকে কংগ্রেস প্রতীকে জয়ী নুরুল হুদা এবং সিপিএম প্রতীকে জয়ী আব্দুল আজিজ তৃনমূলে যোগদান করলো । নবাগতদের হাতে তৃনমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, সিউড়ি একনং ব্লক তৃণমূল সভাপতি রত্নাকর মন্ডল । আব্দুল আজিজ বলেন, সিপিএম থেকে জিতেছিলাম । আলুনদা গ্রামে উন্নতি হয় নি । আলুনদা গ্রামে অবশ্যই উন্নতি হয় নি সার্বিকভাবে হয়েছে । মহম্মদ আমিন বলেন, দশ নং পঞ্চায়েত সমিতি আসনে কংগ্রেস থেকে জিতেছিলাম । দিদির উন্নয়নে সামিল হতে তৃণমূল যোগদান করলাম । বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, আলুনদা গ্রামপঞ্চায়েতে সাতেরো আসনের মধ্যে তৃণমূল নয় আসনে জিতেছিল । বিজেপির কোনো প্রার্থীকে আমরা দলে ঢোকাবো না ।

লোকশিল্পী সম্মেলন সিউড়িতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বীরভূম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সিউড়ি সিধু কানু মঞ্চে বৃহস্পতিবার লোকশিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো । আমোদপুর থেকে আগত মঙ্গল মিধা বলেন, রাইবেশে নৃত্য পরিবেশন করতে এসেছি । গুরুসদয় দত্তের সময় থেকে চলে আসছে । শান্তিনিকেতন থেকে আগত রীনা দাস বাউল বলেন, নি সন্দেহে এটা একটা ভালো কাজ । জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী বলেন, চারশো পনেরোজন লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন । লোকশিল্পীদের মিলনক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে ।

ড্রেনের জল বিবাদে মৃত এক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ ড্রেনে জল যাওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদে এক ব্যাক্তির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুরারই থানার কাহিনগর গ্রামে । মৃতের নাম তুষারকান্তি মন্ডল । অভিযোগের তির প্রতিবেশী রাজকুমার মন্ডল এবং তার ছেলে ধানু মন্ডলের বিরুদ্ধে । মৃতের স্ত্রী শিলা মন্ডল বলেন, ড্রেনে জল যাওয়াকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি শুরু হয় । তারপর ধানু মন্ডল আমার স্বামীকে ঠিলে দেয় । স্বামী উঠলে মাথায় ধামা দিয়ে আঘাত করে । মেয়েদের সাহায্যে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মুরারই থানার পুলিশ ।

কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতে বিজেপির বোর্ড গঠন

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার সিউড়ি একনং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করলো বিজেপি । নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো । কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের সাতেরো আসনের মধ্যে বিজেপি নয় এবং তৃনমূল আট আসনে জয়লাভ করেছে । করিধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হলেন চুমকি দেবাংশী এবং উপপ্রধান হলেন সঞ্জীব বাগদি । নবনির্বাচিত প্রধান এবং উপপ্রধান বলেন, জল,রাস্তার সমস্যা দূর করবো । মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবো । বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করলো বিজেপি তারজন্য শতমস্তকে কড়িধ্যার জনগনকে প্রনাম । দুবরাজপুর ব্লকের বালিজুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হলেন লিপিকা মন্ডল এবং উপপ্রধান সুনীল বাগদী । অনুব্রত মণ্ডলের দিল্লি যাওয়া আটকাতে মামলা করেছিল শিবঠাকুর মণ্ডল । তারই পুরস্কার হিসাবে প্রধান হলেন শিবঠাকুরের স্ত্রী লিপিকা বলে দাবি করে ধ্রুব সাহা বলেন, বালিজুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের একটা অংশ বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কিন্তু পুলিশ প্রশাসন ভয় দেখিয়ে আটকিয়ে ছিল । বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়,বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা উপস্থিত ছিলেন । সাইথিয়া ব্লকের দেরিয়াপুর গ্রামপঞ্চায়েতে বিজেপি বোর্ড গঠন করে । প্রধান নির্বাচিত হলেন বুলু পাহারিয়া ও উপপ্রধান প্রদীপ মার্ডি । মহম্মদবাজার ব্লকের রামপুর গ্রামপঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচিত হলেন মিঠু রানী লোহার ও উপপ্রধান অর্পনা মন্ডল ।

আসাম পুলিশ অভিযানে শিলিগুড়ি থেকে ৩ সাইবার ঠগকে গ্রেফতার করেছে

শিলিগুড়ি ঃ আসাম পুলিশ অভিযানে শিলিগুড়ি থেকে ৩ সাইবার ঠগকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তরা হলেন মহম্মদ তাজউদ্দিন, মুস্তাকিন মিয়া এবং আফজাল আনসারী। তিনজনই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তিনজনই আসামের বারোপেটা এলাকায় এই প্রতারণার ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। এরপর তিনজনই প্রধান নগর থানা এলাকায় লুকিয়ে ছিলেন। মোবাইলের লোকেশন ট্র্যাক করে তিনজনকেই গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার তিনজনকেই শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

আলিপুরদুয়ার জেলার অসম বাংলা সীমানা আলিপুরদুয়ার জেলার সংকোশ নদী থেকে একটি পূর্ণ বয়স্ক হাতির মাথা উদ্ধার

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার অসম বাংলা সীমানা আলিপুরদুয়ার জেলার সংকোশ নদী থেকে একটি পূর্ণ বয়স্ক হাতির মাথা উদ্ধার । এদিন বিকেলে পূর্ণ বয়স্ক শুধুমাত্র হাতির মাথা উদ্ধার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় । ঘটনাস্থলে বনকর্মীরা পৌছে হাতির মাথা উদ্ধার করে। সবথেকে বড় প্রশ্ন হাতির মাথা শুধু সংকোশ নদীতে কোথা থেকে এল দেহ কোথায় ।

শিলিগুড়িতে নতুন CCTV ক্যামেরা ও কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ি মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় লাগানো হয়েছে নতুন সিসিটিভি ক্যামেরা। সেই ক্যামেরা ও তার কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী। শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানাতে ওই CCTV ক্যামেরা ও কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করা হয়। জানা গিয়েছে মোট ৮০ টি ক্যামেরা মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস কলোনী, খাপরেইল মোড় থেকে খাপরেইল বাজার, বালাসন নদীর এলাকা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে যেকোনো ধরণের অপরাধ দমন করতে সুবিধা হবে বলে জানান পুলিশ কমিশনার।

একাধিক দাবিতে শিলিগুড়ি পুরনিগম অভিযান করল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি

শিলিগুড়ি। একাধিক দাবিতে শিলিগুড়ি পুরনিগম অভিযান করল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি।পুরনিগমে ঢোকার আগেই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ।অভিযান ঘিরে পুলিশের সঙ্গে বাঁধে ধস্তাধস্তি।ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। শিলিগুড়ি পুরনিগম পরিষেবা দিতে ব্যর্থ এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে মিছিল শুরু করে প্রদেশ কংগ্রেস কর্মীরা।মিছিল পুরনিগমের সামনে আসতেই বাঁধা দেয় পুলিশ।এরপর পুলিশ ও প্রদেশ কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয়।প্রদেশ কংগ্রেস কর্মীরা পুরনিগমের প্রধান গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে শিলিগুড়ির ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুজয় ঘটকের হস্তক্ষেপে ৯ দফা দাবীতে ৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল পুর কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়াকে স্মারকলিপি প্রদান করে। ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুজয় ঘটক বলেন, শিলিগুড়ি পুর বোর্ডে একজন কংগ্রেস কাউন্সিলর।একাধিক বিষয় নিয়ে আমরা আজ এসেছিলাম।এই সমস্ত সমাধান না হলে আগামীতে আমরা ৪৭ টি ওয়ার্ড মিলিয়ে পুরনিগমে আসবো।

আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশনের অন্তগত ১৫ টি রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রোজেক্টের অন্তগত আধুনিককরণ করা হচ্ছে

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশনের অন্তগত ১৫ টি রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রোজেক্টের অন্তগত আধুনিককরণ করা হচ্ছে এবং আগামী ৬ আগষ্ট ভার্চুয়ালি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী সেই প্রকল্পের সূচনা করবেন শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জংশনে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডি আর এম অমরজিৎ গৌতম । রেলের আলিপুরদুয়ার ভিভিশনের অন্তগত ১৫ টি স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রোজেক্টের অন্তগত আনা হয়েছে এর মধ্যে অসমের পাঁচটি ও পশ্চিমবঙ্গের দশটি । আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা , ফালাকাটা, দলগাঁও, কামাখ্যাগুড়ি, নিউ আলিপুরদুয়ার রেল স্টেশন রয়েছে।

খরস্রোতা জলঢাকা নদীতে ভেসে যাওয়া গন্ডার শাবককে উদ্ধার করলো বনকর্মীরা

জলপাইগুড়ি। খরস্রোতা জলঢাকা নদীতে ভেসে যাওয়া গন্ডার শাবককে উদ্ধার করলো বনকর্মীরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে গরুমারা সাউথ রেঞ্জের অন্তর্গত জঙ্গলের ভেতর ঘাস জমিতে মায়ের সঙ্গে খাচ্ছিল শাবকটি। সে সময় কোনোভাবে নদীতে পড়ে যায় সেই শাবকটি। গন্ডার শাবকটিকে ভেসে যেতে দেখে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন বনকর্মীরা। শেষমেষ বনদপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের কর্মীদের তৎপরতায় সেই গন্ডারের শাবকটিকে নথুয়ার চর এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়।উদ্ধার করা সেই শাবকটিকে তার মায়ের কাছে ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন বনকর্মীরা। তবে বলা যেতে পারে বনদপ্তরের কর্মীদের তৎপরতার জন্য খরস্রোতা নদীতে ভেসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা গেল গন্ডার শাবকটিকে।

১৮ বছরের কলেজ ছাত্রী জীবনের প্রথম রক্ত দান করে আলিপুরদুয়ার ব্লাড ব্যাংকে

আলিপুরদুয়ার ঃ আজকের দিনে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় তখন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো ডাং ডিংগুড়ি নিবাসী প্রিয়াংকা সরকার নামে ১৮ বছরের একটি কলেজ ছাত্রী। বানেশ্বরের সারথি বালা মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা নিজে থেকে রক্তদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার সে উৎসাহ কে মর্যাদা দিয়ে তার মামা বলরাম সরকার যোগাযোগ করেন এফবিসি গ্রুপের আলিপুরদুয়ারের প্রেসিডেন্ট শ্রী রঞ্জিত মিশ্র সঙ্গে। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রিয়াঙ্কা, তার জীবনের প্রথম রক্ত দান করে আলিপুরদুয়ার ব্লাড ব্যাংকে। ব্লাড ব্যাংকে উপস্থিত কর্মচারীরা আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে বেশ কয়েকজন স্টাফ তাকে বাহবা জানায়। এফবিসি গ্রুপের আলিপুরদুয়ারের প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত মিশ্র নিজে উপস্থিত থেকে রক্তদানকারী প্রিয়াঙ্কাকে ধন্যবাদ ও সাবাসি জানিয়ে গ্রুপের পক্ষ থেকে তাকে সম্মানিত করেন প্রিয়াঙ্কার বাবা ও মা যথাক্রমের সুরেন্দ্রনাথ সরকার এবং নুপুর সরকার তার মেয়ের এই কীর্তিতে অত্যন্ত খুশি এফবিসি গ্রুপের ফাউন্ডার সেক্রেটারি তন্ময় সেনগুপ্ত জানিয়েছেন নতুন রক্তদাতা তৈরি করা এবং তাদেরকে ব্লাড ব্যাংকমুখী করার ব্যাপারে আমরা কাজ করে চলেছি প্রিয়াঙ্কা আগামী দিনে আমাদের সক্রিয় সদস্য হিসেবে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে রোল মডেল হিসেবে রক্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে সংস্থার আলিপুরদুয়ারের প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত মিশ্র সহ ব্লাড ব্যাংক তথা হাসপাতালে কর্মচারীবৃন্দ প্রিয়াঙ্কাকে স্বাগত জানান

আজকের দিনটি

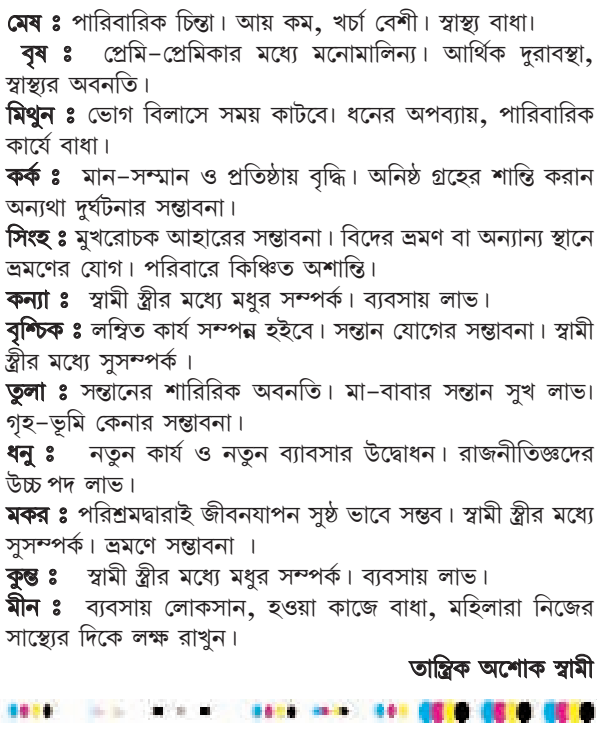

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

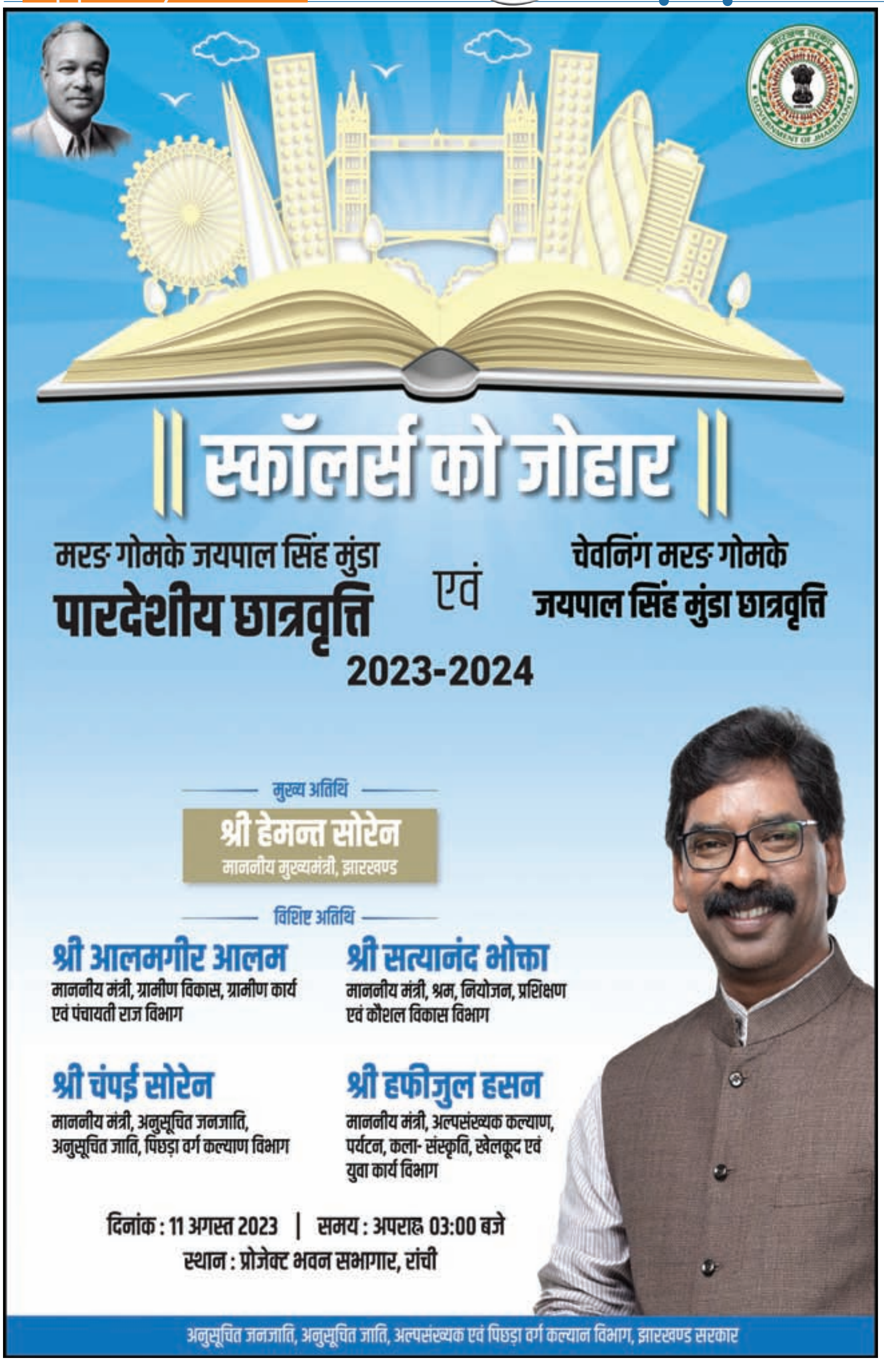
GOVERNMENT OF JHARKHAND
स्कॉलर्स को जोहार
मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा
पारदेशीय छात्रवृत्ति
एवं
चेवनिंग मरङ गोमके
जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति
2023-2024
मुख्य अतिथि
श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड
विशिष्ट अतिथि
श्री आलमगीर आलम
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग
श्री सत्यानंद भोक्ता
माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
श्री चंपई सोरेन
माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
श्री हफीजुल हसन
माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला- संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
दिनांक : 11 अगस्त 2023 | समय : अपराह्न 03:00 बजे
स्थान : प्रोजेक्ट भवन सभागार, रांची
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्यान विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শাসন কি সমাগত?

ধরা যাক, কোনো এক কোম্পানির একজন সিইও কোনো এক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সংক্ষেপে এআই) তার সহকারী হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে ই মেইল চেক করা বা কোনো ই মেইলের উত্তরের খসড়া তৈরি করা অথবা কেনাকাটাবিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার মতো সাধারণ কিছু কাজ দিল। কিছুদিন পর তিনি দেখলেন, এআই সেগুলো ভালোভাবেই করছে। ফলে সিইওর আস্থা বেড়ে গেল। এবার তিনি এআইকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা বা সরাসরি কেনাকাটা করার দায়িত্ব দেওয়ার সাহস করে ফেললেন। প্রথম প্রথম সিইও হয়তো খুব সাবধান থাকবেন এআই কী করছে না করছে, খুব ভালো করে খেয়াল করবেন। তারপর যখন দেখবেন, কোনো ভুল হচ্ছে না, তখন এআইকে তিনি আরও জটিল দায়িত্ব দেওয়ায় প্ররোচিত হবেন। যেমন পণ্যের নতুন কোনো মডেল তৈরি করা, বিপণন বাড়ানোর উদ্ভাবনী কৌশল বাতলে দেওয়া বা বাজারে অন্যান্য প্রতিযোগীর কোথায় কোন খুঁত বা দুর্বলতা আছে, সেগুলো খুঁজে বের করা ইত্যাদি। এবারও যখন এআই ভালো করতে থাকবে, তখন সিইওর

মনে হবে, এআইকে যত স্বাধীনতা দেওয়া যাবে, তত লাভ। তারপর এমন একটা সময় আসবে যখন তিনি টের পাবেন, তিনি আসলে নামেই সিইও সত্যিকারের নাটের গুরু হচ্ছে ওই এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বিবর্তন প্রক্রিয়ার চাপেই এআই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেবে। অনেকেই বলেন, যদি সমস্যা হয়, তাহলে আমরা এআইকে থামিয়ে দেব। কিন্তু সেটা পারা যাবে না। কারণ, এআই তো শুধু ভালো মানুষ বা ভালো দেশের হাতে থাকবে না। আর তা যদি থাকেও তো সেটা বিদ্যুৎ, ইঃটারনেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোর সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকবে যে তাকে বাদ দিতে গেলে আমাদের পুরো জীবনযাত্রাই থমকে যাবে। আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাপে আমরা সেই এআইকেই এড়িয়ে যাব যেটাকে আমরা সহজে বন্ধ করে দিতে পারি এবং সেই এআইর ওপরই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ব যা বন্ধ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের মনে হয়, আমরা চাইলেই তো তার আগেই এআইর লাগাম টেনে ধরতে পারি। কিন্তু বিবর্তনের সূত্র মানলে দেখা যাবে, লাগামটা আসলে আমাদের হাতে নেই। বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী রিচার্ড লিওনটিন প্রাকৃতিক নির্বাচনের যে তিনটি পূর্বশর্তের কথা বলেছেন, সেগুলো খেয়াল করলে বোঝা যাবে, যেকোনো জীবন্ত জীবের মতো এআইরও বিবর্তন হতে পারে। শুধু তাই নয়, সেই বিবর্তনের গতি হতে পারে অনেক দ্রুত। লিওনটিন বলেছেন, বিবর্তিত হতে হলে একটি বিষয়ের যে তিন শর্ত পূরণ করতে হয়, তার সব কটাই এআই পূরণ করে।

ক) তার আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে
খ) সেই বৈশিষ্ট্য সে তার পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চার করতে পারে
গ) সে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে।

অন্যদিকে, আমরা যদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, যে অ্যালগরিদম মানুষকে নেশাগ্রস্ত করিয়ে যত বেশি স্ক্রিনে আটকে রাখতে পারছে, সেই অ্যালগরিদম টিকে থাকছে, অন্যগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। মোটা দাগে বললে, যে এআই যত বেশি মানুষের চিন্তা, আবেগ, ও বোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে, সেটাই টিকে থাকছে আর যে এআই মানুষকে যত বেশি স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ দিচ্ছে, সে হারিয়ে যাচ্ছে। জীবজগতে বিবর্তনের জন্য অনেক সময় লাগে। যেমন একটা বাচ্চার জন্ম হতে সময় লাগে ৯ মাস। তারপর সেই বাচ্চাকে লেখাপড়া শিখিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বানাতে প্রায় বিশ বছর লেগে যায়। তারপরও শুধু এক প্রজন্মে তো আর বিবর্তন হয় না। বিবর্তনের জন্য বেশ কয়েক প্রজন্ম লেগে যায়। জীবজগতে বিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কম সময় লাগে ফ্রুট ফ্লাইদের। ১০ প্রজন্ম শেষ হওয়ার আগেই তাদের বিবর্তন দৃশ্যমান হয়। কিন্তু এআইর যেহেতু জৈব শরীর নেই, সেহেতু সে আরও অনেক কম সময়ে বিবর্তিত হতে পারে। তিনটি কারণে আমাদের শঙ্কিত না হয়ে কোনো উপায় নেই। প্রথমত, একসময় এআইর স্রষ্টারা যদিও বলতেন যে এআইর নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতেই থাকবে, কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণ আর থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ও ভারতের অরণ্য সংরক্ষণ সংশোধনী বিল

৯ অগাস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। আর্ন্তজাতিক দিবসটি বিশ্বের ৯০টি দেশে ৩৭০ বিলিয়ন আদিবাসীরা উদ্‌যাপন করেন। সারা বিশ্বের সঙ্গে এই দিবস পালিত হল ভারতেও। সরকারি হিসেব অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ তপশিলী উপজাতিভুক্ত। সংখ্যার নিরিখে যা ১০ কোটির বেশি। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২ নম্বর অনুচ্ছেদে ৭৩০টিরও বেশি তপশিলী উপজাতি গোষ্ঠীকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে (তথ্যসূত্র ঃ আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক, ২০২২)। ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্ব আদিবাসী দিবসটি পালন

সৌরব চক্রবর্তী
প্রাবন্ধিক

৪৯২১৪ বিধিমালায় স্বীকৃতি পায়। প্রতি বছর ৯ অগাস্ট উদ্‌যাপন করেন। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে আদিবাসীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ভারতসহ অন্যান্য দেশেও আদিবাসী জনগণ তাদের ভূমির অধিকার, অঞ্চলের অধিকার, নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ভাষার পরিচয়, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার ও নাগরিক মর্যাদার স্বীকৃতি দাবীতে দিবসটি পালন করেন। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিতে বীরসা মুন্ডার জন্মদিন ১৫ নভেম্বরকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসেবে উদযাপন করা হবে। আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং ভারতীয় শৌর্য্য, আতিথেয়তা ও জাতীয় গর্বকে এর মাধ্যমে সকলের মাঝে তুলে ধরা হবে। (তথ্যসূত্র ঃ পিআইবি, ১০ নভেম্বর, ২০২১)। ভারতে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে প্রায় ১২.৩২ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৫২৪.৮৭ কোটি টাকা যা ২০২২-২৩ বর্ষে বাড়িয়ে হয় ৮ হাজার ৪৫১.৯২ কোটি টাকা।

অন্যদিকে ভারতে, ২০০৬ সালের বনভূমি অধিকার রক্ষা আইনে বলা হয়েছে, জঙ্গল বা তার ধারেকাছে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে জমির মালিক হিসেবেই গণ্য করা হবে। কিন্তু সরকারি সরকারি সহায়তার অভাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সেই সংক্রান্ত নথিপত্র দেখাতে পারেননি বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে বসবসাসকারী বনবাসীরা। এরফলে ২০১৯ সালে অন্তত ১৭টি রাজ্য থেকে ১০ লাখেরও বেশি বনবাসী উপজাতি ও অন্যান্য জনজাতি পরিবারগুলিকে উচ্ছেদের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। বিভিন্ন আদিবাসী অধিকার রক্ষা গোষ্ঠীগুলি তখন অভিযোগ করে যে, চূড়ান্ত শুনানির দিনে তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য সরকারের তরফে কোনো আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না। একেবারে প্রথম থেকে এই সমস্যার সমাধানে সরকার উদাসীন থেকেছে। ফলে ২০০৬ সালের জনজাতি গোষ্ঠীগুলির অরণ্যের অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। বিগত তিন বছরে, ২০১৯-২০২১, ৫৫৪.৩ বর্গ কিলোমিটার বনভূমিতে খনি রাস্তা সেচ প্রকল্প রূপায়ন করার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ১১২.৭৮ বর্গ কিমি বনভূমি ব্যবহার করা হয়েছে খনি প্রকল্পের জন্য। ১০০.০৭ বর্গ কিমি সড়ক নির্মাণ, ৯২.২৭ বর্গ কিমি সেচ, ৬৯.৪৭ বর্গ কিমি প্রতিরক্ষা, ৫৩.৪৪ বর্গ কিমি জলবিদ্যুৎ, ৪৭.৪০ বর্গ কিমি বিদ্যুৎ পরিবহন, ১৮.৯৯ বর্গ কিমি রেল প্রকল্পের জন্য বনভূমি থেকে অবনজ কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১৮ জুলাই ২০২২, সংসদে এই তথ্য পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় বন, পরিবেশ ও জলবায়ু দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে।

২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে বাদল অধিবেশন চলছে ভারতের সংসদে। ভারতের উত্তরপূর্বের রাজ্য মণিপুরে চলা কয়েক মাস ব্যাপী গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং অচলাবস্থা নিয়ে সংসদের দুই কক্ষেই যখন বিরোধী পক্ষ সরকারকে জবাবদিহি করাতে চেয়ে ব্যস্ত, তখন অধিবেশনের পঞ্চম দিনে বিতর্কিত বন সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল লোকসভায় পাশ করিয়ে নিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। তারপরের সপ্তাহে তা রাজ্যসভাতেও পাশ হয়ে বর্তমানে আইনে রূপান্তরিত হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় পরিবেশ বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের তরফ থেকে ২০০৩ সালের ফরেস্ট কনজার্ভেশন রুল এ বিবিধ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে গ্রামসভার তরফ থেকে তাদের সংশ্লিষ্ট বনাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পে অনুমতি প্রদান করা বা না করার সাংবিধানিক এবং আইনি অধিকার খর্ব করা হয়েছে, নির্দিষ্ট বনভূমির চরিত্র বদলের নিয়মকানুনকে শিথিল করা হয়েছে এবং বনভূমির সংরক্ষণের নামে বেসরকারিকরণের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। বিলটির ভূমিকা পর্বে 'আর্থিক প্রয়োজন' শব্দবন্ধের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে 'সংরক্ষণের এবং বনাঞ্চল পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে, বনাঞ্চলের সাংস্কৃতিক এবং পরম্পরাগত মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সাথে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা না বাড়ানোর সাযুজ্যের উপায় নির্ধারণ করা প্রয়োজন'। এক্ষেত্রে কার বা কাদের অর্থনীতিক প্রয়োজনের কথা বলা হচ্ছে, তা অনুধাবন করাই এই বিলের মূল বিষয়। 'অর্থনৈতিক প্রয়োজনের' নামে এই প্রস্তাবিত সংশোধনীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার মূলত বনসংরক্ষণ আইনের আওতা থেকে আরো বেশি বনাঞ্চল ও বিভিন্ন প্রকল্পকে ছাড় দিতে চাইছে। গত তিন বছরে কেন্দ্রীয় সরকার অবাধে বনাঞ্চলকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।

বরিষ্ঠ স্বাধীন গবেষক কুমার রাণা জানালেন, ডিফরেস্টেশন এর ইতিহাস ৪০০ বছরের পুরনো। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, ডিফরেস্টেশন, গ্রোথ অফ ক্যাপিটালিজম, এগুলো সব একসঙ্গেই এসেছে। এই যে ভারতে বিলটা পাশ হয়ে গেল যে জঙ্গলের বর্ডারের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে গাছ কেটে ফেলা যাবে, এইটার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর নির্বুদ্ধিতা কাজ করছে। মানুষের সমাজের একটা অংশ নিজেদের স্বার্থের জন্য সমগ্র হিউম্যান স্পিসিস কে বিপদে ফেলে দিল। আদিবাসীদের যে ফিলজফিকাল আউটলুক, সেদিক থেকে তারা, যারা আদিবাসী নন, তাদের থেকে অনেক অ্যাডভান্সড। সবক্ষেত্রে অবশ্যই নয়। আর আমি এটা কোনও আদিবাসী রোম্যান্টিসাইজেশন এর জায়গা থেকেও বলছি না। আদিবাসীরা বিশ্বাস করেন যে এমন কিছু ধ্বংস করা উচিত নয়, যা আমরা সৃষ্টি করতে পারব না। জঙ্গলের বিষয়টিকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে। প্রাকৃতিক জঙ্গল হল এমন একটি বিষয় যা আমরা সৃষ্টি করতে পারি না। প্রকৃতির উদ্দেশ্য, নিয়মাবলীর মধ্যে কিছু বিষয় আছে, যার মধ্যে এটি তৈরি হয়। আমাদের দেশে নিয়মগিরি বা ছত্তিশগড়ে প্রচুর জঙ্গল নষ্ট হয়েছে। আমরা চাইলেই তা তৈরি করে ফেলতে পারব না। সারা দেশের মোট জঙ্গলের ৩০-৪০ শতাংশ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। কারণ আমাদের জঙ্গলের কাঠ চাই, জঙ্গলের নীচের খনিজ চাই। এরফলে এক ব্যাপক অংশের মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। সেই জায়গায় কী করে জঙ্গলকে রক্ষা করতে পারি, তা নিয়ে আমাদের আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। মনে রাখতে হবে পাহাড়িয়াদের সিড কাল্টিভেশনে যে গাছ কাটা হয়, তা জঙ্গল ধ্বংস করা নয়। জঙ্গলে চাষবাসের জন্য কিছু গাছ ৫৬ ফিট ওপর থেকে কেটে দেওয়া হল, ফেলে দেওয়া ডালপালা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের

সাঁওতালরা এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যান। কারণ কাঁচা কাঠ কাটা মানা। এই দূরদর্শীতাকে এই আইন পাশের সময় স্বীকৃতি দেওয়া হল না। সারা পৃথিবী যখন বিষয়টি নিয়ে কথা বলছে, আমাজন এ আন্দোলন চলছে, ভারতে আদিবাসী ও অন্যরা আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন, সেখানে সরকার কারও কথা না শুনে বিল পাশ করল। আমাদের দেশে একদিকে রাম মন্দির তৈরি হওয়া থেকে অন্যদিকে আদিবাসী বিরোধী এই বিল পাশ হওয়া এই পুরোটাই হয়েছে পুঁজির স্বার্থে। এই জঙ্গল কাটা হলে তার ঠিকা পাবেন আদানি আম্বানিরা।

এই বিলের ১(ক) নং ধারার (১) এবং (২) নং উপধারায় বিশদে বলা হয়েছে কোন কোন ধরণের বনভূমি এবং কী ধরণের প্রকল্পকে উপরোক্ত ছাড়ের আওতায় রাখা হয়েছে। ১ নং উপধারায় ১৯৯৬ সালের আগে শুরু হওয়া সকল প্রকল্প, যা নাকি 'বনভূমির চরিত্রবদল করেছিল', তাদের সকলকে এই ছাড়ের আওতায় আনা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে এই পদক্ষেপকে ঠিক মনে হতে পারে কারণ তা বহুকাল আগেই শুরু হয়ে যাওয়া প্রকল্পগুলিকে বৈধতা প্রদান করছে। কিন্তু আসলে বনের অধিকার আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পরে এই সকল বনভূমিই সেই আইনের আওতায় চলে আসে এবং আদিবাসী ও অন্যান্য বনবাসী মানুষের স্বার্থরক্ষার স্বপক্ষে কাজ করে। এমন বহু উদাহরণ আছে যেখানে এই সকল অধিকারকে ১৯৯৬ সালের আগের প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে মান্যতাই দেওয়া হয়নি।

২ নং ধারায় বিভিন্ন ধরণের জমিকে ছাড়ের আওতায় রাখা হয়েছে যার ফলে সমগ্র বনভূমির এক বৃহদংশকেই উপরোক্ত আইনপ্রদত্ত সুরক্ষার বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরকারের তরফে আদিবাসী এবং অন্যান্য পরমম্পরাগতভাবে বনবাসী মানুষের এই বনভূমির উপর সকল অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, জঙ্গলের সীমান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার অবধি অঞ্চলকে বনসংরক্ষণ আইনের সুরক্ষার থেকে এই ছাড়ের আওতায় আনা হচ্ছে। একাধিক পরিবেশবিদের তরফ থেকে হিসেব করে দেখা হয়েছে যে এই ছাড়ের আওতায় আসতে চলেছে প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জমি যা সামগ্রিকভাবে সেই সকল অঞ্চল যার বড় অংশই বনভূমি, তার প্রায় ৪০ শতাংশ। এই ছাড় দেওয়া হয়েছে 'জাতীয়স্বার্থে কৌশলগতকারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প' অথবা 'প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত' কিংবা 'জনহিতকারী প্রকল্প'কে। এখানে নির্দিষ্ট করে কোথাও সরকারের নাম নেই। এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে আদিবাসী এবং অন্যান্য বনবাসী মানুষের জীবন জীবিকার অধিকার খর্ব করা হবে বনের অধিকার আইন এবং বন সংরক্ষণ আইনকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে। এই ছাড়ের আওতায় 'বৃক্ষ, বাগিচা অথবা বনসৃজন যা নথিভুক্ত সরকারি জমিতে হয়নি'কে নিয়ে আসা হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন বনভূমিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিরোধীদের স্বরও খুব শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেখা যায়নি। সে প্রসঙ্গে কুমার রাণা বললেন, বিরোধীদের মধ্যে একমাত্র রাহুল গান্ধী নিয়মগিরির সময়ে আদিবাসীদের লড়াই সেলিব্রেট করেছিলেন। বাকি বিরোধীরা কেউ করেননি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় কেন্দ্রে বিজেপির সর্বতোভাবে বিরোধীতা করলেও নিজের রাজ্যে দেউচা পাঁচামি করছেন। সরকারি টাকায় এর প্রচার হয়েছে। অযোধ্যা পাহাড় কাটা হচ্ছে। ঝাড়খন্ডে বিজেপি সরকার যে ছোট নাগপুর পেনিনসুলা অ্যাক্ট ছিল, সেই আইনই বদল করে দিল। সেক্যুলার আন্দোলন সেই কারণেই খুব স্ট্রং হচ্ছে না, কারণ তা শুধু ধর্মকেন্দ্রীক হতে পারে না, এর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষের জীবন। খেয়াল করলে দেখা যাবে, আদিবাসীদের শিক্ষার যা সমস্যা ছিল তা বহুগুণ বেড়ে যাবে। ডিফরেস্টেশন এর সঙ্গে আদিবাসীদের সামগ্রিক অনুন্নয়নের আরেকটি যে যোগসূত্র আছে তা হল, যখন জঙ্গল কাটতে যাওয়া হয়, তখন আদিবাসীরা যে বাধা দেন, তা রাষ্ট্র কর্তৃক দমন করতে এত সময় চলে যায় যে, আদিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নয়নে সরকার আর সময় পায় না। এটা ঔপনিবেশিক সময় থেকেই হয়ে আসছে। স্বাধীন ভারতের সরকার এটা পরিবর্তন করতে পারতেন। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করল না, কিন্তু আদিবাসীদের ঘরবাড়ি, বসত, একটা জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে মুছে দিতে চাইছে।

ইতিমধ্যে এই আইনের বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিক, প্রকৃতিবিদ, পরিবেশবিদ এবং পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িতরা প্রতিবাদ করতে শুরু করেছেন। ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছিল পশ্চিমবঙ্গের বনাধিকার ও প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী মহাসভার সদস্য সৌরভ প্রকৃতিবাদীর সঙ্গে। এই আইন এবং তার প্রভাব নিয়ে তিনি বললেন, স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন পাহাড়ের মানুষ এবং অরণ্য। তাদের অধিকার রক্ষা, তাদের জীবন ও জীবিকাকে সুরক্ষিত করার জন্য খাতা কলমে কিছু উদ্যোগ দেখালেও তা পূরণ হয়নি সঠিকভাবে। বিভিন্ন সরকার তাদের শাসনকালে ভিন্ন ভিন্ন কর্পোরেটদের সাহায্য করে গিয়েছেন। বর্তমান সরকারও একই পথে হাঁটছেন এবং বলা যায় অন্য সরকারের তুলনায় বেসরকারি হাতে জঙ্গল জমিকে তুলে দেওয়ার কাজ সবচেয়ে বেশি এই সরকারই করেছে। আমরা এর বিরুদ্ধে নিয়মিত জনমত গঠনের চেষ্টা করছি এবং পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে জানাচ্ছি যাতে এই আন্দোলন জারি থাকে। অন্যদিকে এই আইন তৈরির আগে থেকেই বনাঞ্চল ধ্বংস করে ইকো ট্যুরিজমের নামে প্রচুর রিসর্ট গড়ে উঠেছে যারা প্রধানত পরিবেশকে নোংরা করছে এবং অরণ্যের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করছে। আমরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিলে এইরকম কিছু বেআইনি রিসর্টকে বাধ্য করেছি তাদের কাজকর্মকে বন্ধ করার জন্য।

এর সঙ্গে ভারতীয় আদিবাসী ভূমিসমাজ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি (পুরুলিয়া), দেউচা পাঁচামি গ্রামসভা সমন্বয় কমিটি, উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবী মঞ্চগুলি আলাদাভাবে বা একসঙ্গে এই আইনের বিরোধিতায় নেমেছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি দেশের নানান জায়গায় এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন রাজনৈতিক কর্মী এবং সাধারণ মানুষেরা। এক সর্বভারতীয় অনলাইন সংসবাদ মাধ্যমে, আরাভল্লি বাঁচাও নাগরিক আন্দোলনের অন্যতম সদস্য নীলম আলোয়ালিয়ার বলেছেন, অনুমান করা হচ্ছে যে প্রায় ৩৯০৬৩ হেক্টর বন সমগ্র ভারত জুড়ে সেক্রেড গ্রোভের অধীনে রয়েছে যা স্থানীয় সম্প্রদায়গুলো সুরক্ষিত করে রেখেছেন এবং তারাই এর পরিচালনা করছেন। বন সংরক্ষণ সংশোধনী বিলটি চারটি রাজ্য এবং দেশের বাকি অংশ জুড়ে বিস্তৃত ৬৯০ কিলোমিটার আরাবল্লি রেঞ্জ জুড়ে জমিগুলিকে ধ্বংস করবে। এছাড়াও, হরিয়ানা আরাবল্লিসের ৫০০০০ একর এলাকা অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে কারণ এই বনগুলিকে এখনও 'ডিমড ফরেস্ট' হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি।

ফারাই দিওয়ান প্যাটেল, একজন পরিবেশবিদ এবং সেভ মোল্লেম টিমের পরিবেশ কর্মী, তিনিও এক সর্বভারতীণ অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন, গোয়ার সালসেতে রাইয়া গ্রামের যুবকরা তাদের গ্রামের একটি ঝরনাকে কেন্দ্র করে সেখানে প্রতিবাদ করেছিল। কারণ যদি এই নতুন সংশোধনী বিল পাশ হয়, তাতে ঝরনাটির ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

ভারতের বন জরিপের ২০২১ সালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে সামগ্রিক ভূখন্ডের মাত্র ২১.৭ শতাংশ বনাঞ্চল এবং ২.৯ শতাংশ ভূখন্ড বৃক্ষ আচ্ছাদনের আওতায় রয়েছে যা সব মিলিয়ে মোট ২৪.৭ শতাংশ হচ্ছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এই ২৪.৭ শতাংশও আদতে চা বাগান, ফল বাগিচা এবং মরুভূমির কিছুটা গাছপালাকে হিসেবের মধ্যে ধরে তবে পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ সত্যিকারের বনভূমির পরিমাণ এই ২৪.৭ শতাংশের চেয়েও কম। ভারত সরকারের 'গ্রীন মিশন'এর এস্টিমেটস কমিটি তাদের ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের রিপোর্টে জানিয়েছিল যে আমাদের কার্বন সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আরো ৩ কোটি হেক্টর বনভূমির প্রয়োজন। বনসৃজনের বেশিরভাগ কর্মসূচীই গ্রহণ করা হচ্ছে আদিবাসী এবং উপজাতিভুক্ত মানুষের জমিতে। এই সকল মানুষের অধিকারকে সুরক্ষিত করার পরিবর্তে তাদেরই জমি সরকারিভাবে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে নতুন করে বৃক্ষরোপনের জন্য।

ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল সংগঠনের সদস্য নকুল চন্দ্র বাস্কে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভয়েস অফ আমেরিকা কে জানান, এই বিলটি পাশ হওয়ার সাথে সাথেই আমরা এর প্রতিবাদ করতে শুরু করি। পূর্বে আদিবাসী ও জঙ্গলবাসীদের বসবাসের জন্য যে আইন ছিল, নতুন সংশোধিত আইনে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিলটি আসার পরেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি এবং সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে আঃেদালন চালাচ্ছি। আগামী ১২ অগাস্ট আমরা এই বিলের বিরুদ্ধে কর্মসূচিউ গ্রহণ করেছি।

ভয়েস অফ আমেরিকা কে পশ্চিমবঙ্গের অযোধ্যা পাহাড়ে প্রকৃতি বাঁচাও ও আদিবাসী মহাসভার সদস্য সুপেন হেমব্রম জানালেন, জল জঙ্গল ও জমির লড়াই আমাদের দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। প্রাণ ও প্রকৃতিকে নষ্ট করার বিরুদ্ধে অযোধ্যায় আমরা লড়াই করছি প্রায় অনেক দিন। গ্রামসভা আইনটিকে ঠিকঠাকভাবে রূপায়ণ করা হলে এই নতুন আইনটিকে রোধ করা সম্ভব। নতুন আইনটি মূলত জঙ্গল ও জঙ্গলের মানুষদের ধ্বংস করে দেওয়ার আইন। আমরা ইতিমধ্যে মানুষের সাথে মিলে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। ৯ অগাস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস। আমরা অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় সভা করব।

জানা অজানা

রানি ইয়ান ইয়ানকে বিশ্বব্যাপী বর্ণবাদ বিরোধী চ্যাম্পিয়ন হিসেবে স্বীকৃতি দিল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগ

আদিবাসী মানবাধিকার রক্ষাকারী এবং বাংলাদেশের নারী অধিকার কর্মী, রানি ইয়ান ইয়ান, গ্লোবাল অ্যান্টি রেসিজম চ্যাম্পিয়নস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৩ এর একজন অন্যতম বিজয়ী হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের দুর্দশার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

অন্যান্য বিজয়ীরা হলেন ব্রাজিল, তিউনিসিয়া, পেরু, নেপাল এবং মলদোভার বাশিন্দা। ৯ আগস্ট, বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি জে. ব্লিংকেন প্রথম বার্ষিক সেক্রেটারি'স গ্লোবাল অ্যান্টি রেসিজম চ্যাম্পিয়নস অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, বিশ্বব্যাপী সুশীল সমাজের নেতাদের এই দলটি সাহসিকতার সাথে প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠী, এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যদের মানবাধিকারকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং বিশ্বব্যাপী পদ্ধতিগত বর্ণবাদ, বৈষম্য এবং জেনোফোবিয়া বা বিদেশাতঙ্কর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ইয়ান ইয়ান বাংলাদেশের মারমা উপজাতির একজন আদিবাসী নেতা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সরকার মদদপুষ্ট বৈষম্য, ভূমি দখল, সহিংসতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন দুর্বল জনগোষ্ঠীর পক্ষে তিনি সক্রিয়ভাবে তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করে যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মতে, ইয়ান ইয়ানের সক্রিয়তার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নতুন সচেতনতা অর্জন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, ইয়ান ইয়ান তাঁর সমগ্র কর্মজীবন জুড়ে, জলবায়ু সহনশীলতা এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়ে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি, আদিবাসী নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং বৈচিত্র্য ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে যুব কর্মীদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ব্যাপক বৈষম্য এমনকি সহিংসতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, ইয়ান ইয়ান এক নির্ভীক কণ্ঠস্বর এবং সম অধিকারের পক্ষে স্পষ্টবাদী হিসাবে সমাদৃত হয়েছেন।

পাঠকের চিঠি

১০০ দিনের কাজে বাজেট বরাদ্দে কাটছাঁট !

পরিযায়ী শ্রমিকরা বাড়িতে বসে দিন কাটাচ্ছেন । কাজের অভাবে, অর্থের অনটনে ভুগছেন শ্রমিকরা । খবরে প্রকাশ গত অর্থ বর্ষে ১০০ দিনের কাজে বাজেট খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল ৯৮ হাজার কোটি টাকা । এই অর্থ বর্ষে তা করা হয়েছে ৭৩ হাজার কোটি টাকা । অর্থাৎ গরিব সাধারণ মানুষের অন্নে কাটছাট করা হলো । ১০০ দিনের কাজে বাজেট বাড়ল না বৈ কমল । দিন আনা দিন খাওয়া মানুষরা ১০০ দিনের কাজের উপর ভরসা করে সংসার চালান । তাঁরা যত বেশি দিন কাজ পান সেটা তাঁদের ক্ষেত্রে সুবিধা । বাইরে রাজ্য থেকে ফিরে এসে ১০০ দিনের কাজ করেন । এই খাতে বরাদ্দ কমলে আগামীতে তাঁরা ১০০ দিনের কাজ পুরোপুরি পাবেন না কারণ বাজেট কমলে শ্রম দিবস কমে এবং ওই সকল শ্রমিকদের আয় কমবে । প্রান্তিক গরিব মানুষদের সংসারে যাপনে কঠিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে । শ্রমিক দরদী বাজেট পেশ করতে হতো । গরিবদের উপহার হবে এমন বাজেট দরকার ছিলো ।

মুন্সি দরুদ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ভারতে হিন্দু সভ্যতা পূর্বেও ছিল, এখনো আছে এবং সূর্য চন্দ্র থাকা পর্যন্ত ভবিষ্যতেও হিন্দু সভ্যতা থাকবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অসমে মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা সর্বাধিক সরকারি সুবিধা ভোগ করছেন কিন্তু বিজেপি তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে না

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কট্টর মুসলমান ধর্মের রাজনীতি করা এআইএমআইএম এর সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়েসি এক টুইট করে ভারতে হিন্দু সভ্যতা পূর্বে ছিল না বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবে এর পাল্টা জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উল্টো তাকে প্রশ্ন করে বলেন তাহলে মুসলমান আগমনের আগে ভারতে কি সভ্যতা ছিল। এই প্রশ্নের জবাব এআইএমআইএম এর সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়েসি থেকে চেয়েছেন তিনি। ভারতে পূর্বেও হিন্দু সভ্যতা ছিল, আজও রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। চন্দ্র সূর্য থাকা পর্যন্ত ভারতে হিন্দু সভ্যতা থাকবে বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন অসমে মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা সর্বাধিক সরকারি সুবিধা ভোগ করছেন। কিন্তু বিজেপি কোনদিনও তুষ্টিকরনের রাজনীতি করেনি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগে বুধবার সকালে গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি এদিন উত্তরপূর্বের প্রত্যেক রাজ্যের বিজেপি সভাপতিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এআইএমআইএম এর সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়েসি এক টুইট এর প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করে তিনি বলেন ভারতে পূর্বে হিন্দু সভ্যতা ছিল। বর্তমানে ভারত একটি হিন্দু সভ্যতা থাকা দেশ। ভবিষ্যতেও ভারত হিন্দু সভ্যতা দেশ হিসেবে থাকবে। যতদিন চন্দ্র সূর্য এই সৌরজগতে থাকবে ততদিন ভারত হিন্দু সভ্যতার দেশ হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ইতিহাস সম্পূর্ণ স্পষ্ট। যেকোনো ব্যক্তি কিছুটা অধ্যয়ন করলেই এই বিষয়টি জানতে পারবে। ইতিহাস কিংবা একাডেমির ক্ষেত্রে এই বিষয়ে কোনো ধরনের বিতর্ক নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অসমে মুসলমান সম্পদের ব্যক্তিরা প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক লাবান্বিত হচ্ছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মুসলমানরা রাজ্যে এগিয়ে রয়েছেন। যেকোনো ধরনের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে যেমন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা কিংবা রাজ্য সরকারের প্রকল্পের ক্ষেত্রে অসমের মুসলমানরা লাভান্নিত হয়েছেন। মুসলমানরা লাবান্বিত হচ্ছেন। কংগ্রেসের শাসনকালের তুলনায় বর্তমান রাজ্যে মুসলমানদের সামগ্রিক পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কিন্তু বিজেপি ভোট ব্যাংকের জন্য মুসলমানদের তুষ্টিকরনের রাজনীতি করে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এই বিষয়গুলো তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে। ২০১৪ সালের আগে কতজন মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেন এবং বর্তমান কতজন মেডিকেল পাঠ্যক্রমে অধ্যায়ন করছেন। অসমে প্রত্যেকেই শান্তি সম্প্রীতিতে বসবাস করছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন ইন্ডিয়া বলতে ইন্ডিয়াকে বোঝায়। কিন্তু বিরোধী ঐক্যমঞ্চের নাম অনুসারে আই ফুলস্টপ এন ফুলস্টপ ডি ফুলস্টপ আই ফুলস্টপ এ ফুলস্টপ না করে সম্পূর্ণটা কি ফুলস্টপ হিসেবে আখ্যা দেওয়া উচিত। বিরোধী পক্ষের নামের ক্ষেত্রে এটাই তার প্রতিক্রিয়া বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বারংবার ফুলস্টপ বলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ফুলস্টপ বলাই যুক্তিপূর্ণ হবে।

অন্যদিকে তিনি বলেন তার একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনে কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর চারটি জেলা ফের সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। কিন্তু যেহেতু এখনো পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি ফলে সেটা এখনই করা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন গত বছর একটি নতুন পরিকল্পনা এসেছে সেটা হলো সাব ডিস্ট্রিক্ট। বর্তমান জেলাগুলার পরিসীমা ভিন্ন হবে। পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার পর জেলাগুলোর সীমানা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে। ডিলিমিটেশন সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রশাসনিকভাবে বহু পরিবর্তন করার প্রযোজনীয়তা দেখা দেবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হবে। ফলে এবার ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মহাত্মা গান্ধী যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেটা শুধুমাত্র সাময়িক রাজনীতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছিলনা। বরং মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছিলেন একটি ভিন্ন ধরনের এবং বৃহৎ আকারের উচ্চ পর্যায়ের উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক সমদর্শিতা। কিন্তু কংগ্রেসের শাসনকালে বিশেষ করে ৬০ বছর ধরে কংগ্রেসে ক্ষমতায় থাকার পর দলটি মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রাম কালের যাবতীয় আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং রাজবংশের অধিকারী ছিলেন অথচ কংগ্রেস সেই রাজবংশকে সামনে রেখে এগিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী সম্পূর্ণ জীবন সামাজিক সমদর্শিতার পক্ষে ছিলেন অথচ কংগ্রেস নিজস্ব শাসনকালে সামাজিকভাবে এর বিপরীত স্থিতি নিয়েছে। যাতে দলটি ভোট ব্যাংকের জন্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তুষ্টিকরণ করে যেতে পারে। মহাত্মা গান্ধী স্বদেশীর জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিয়েছে। দেশের অর্থনীতিকে বিদেশে মডগেজ হিসাবে কংগ্রেস নিজেদের ৬০ বছরের শাসনকালে রেখে দিয়েছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ফলে ভারত ছাড়ো আন্দোলন কিংবা আগস্ট ক্রান্তি দিবস আমাদের প্রত্যেকেই স্মরণ করা উচিত ডাইনেসটি নেপোটিসম ফরেন রিলায়েন্স এবং আমটাচাবিলিটি ভারত ত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেকের সামনে এই ধরনের চিন্তাভাবনা তুলে দেওয়ার মাধ্যমে এবারের ভারত ছাড়ো আন্দোলন দিবস পালন করতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

উত্তরপূর্বের ২৫ টি লোকসভা আসন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে উৎসর্গ করার জন্য বিজেপির কার্যকর্তাদের প্রতি আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

২৫ টি লোকসভা আসন একটি রাজ্যের বলে ভাবলে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব অধিক থাকবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করার উদ্দেশ্যে সারা দেশ জুড়ে বিজেপি ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে। প্রতিটি রাজ্যের বিজেপির প্রদেশ কমিটি নিজস্ব ভাবে নানা কার্যসূচি এবং রাজনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য স্থির করেছে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই অসম। বিগত কয়েক মাস ধরে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে রাজ্য বিজেপি। এরই অংশ হিসেবে উত্তরপূর্বের প্রত্যেক রাজ্যের বিজেপি সভাপতিকে একসঙ্গে এনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আযোজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকে অংশ নিয়ে উত্তরপূর্বের ২৫ টি লোকসভা আসন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে উৎসর্গ করার জন্য বিজেপির কার্যকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন উত্তরপূর্বের ২৫ টি লোকসভা আসন একটি রাজ্যের বলে ভাবলে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব অধিক পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের জন্য বুধবার দিল্লি উড়ে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে তার আগে এদিন সকালে গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে এসে উপস্থিত হন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মূলত উত্তরপূর্বের প্রত্যেক রাজ্যের বিজেপি সভাপতিদের সঙ্গে মতবিনিময় করার পাশাপাশি এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এই বৈঠকে অংশ নিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা, সর্বভারতীয় বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র প্রমুখ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। উত্তর পূর্বের প্রতিটি রাজ্যের বিজেপি সভাপতি এবং দলীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে তিনি এই অঞ্চলের ২৫ টি লোকসভা আসন বিজেপির নামে জুড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে উৎসর্গ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বিজেপি অসম মনিপুর কিংবা নাগাল্যান্ড নয় বরং সম্পূর্ণ উত্তরপূর্বকে এক নজরে দেখে। যখন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি বলেন যে রাজধানী ট্রেন উত্তরপূর্বে নিয়ে যাবেন তখন সেটা গুয়াহাটির জন্য নয় বরং সম্পূর্ণ উত্তর পূর্বের প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানীর জন্য এই ব্যবস্থার বিষয়টি উল্লেখ করেন। যখনই কেন্দ্রীয় সরকার কোনো উন্নয়নমূলকের পদক্ষেপ নেন তখন সেটা গুয়াহাটি কিংবা তিনসুকের জন্য নয় বরং অরুণাচল প্রদেশের জন্য হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অরুণাচল প্রদেশে গিয়ে রাত্রি যাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি সর্বদা উত্তর পূর্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি উত্তরপূর্বকে একটি পৃথক পরিচিতি দিয়েছেন। অটল বিহারি বাজপেয়ী উত্তর পূর্বকে ডোনার মন্ত্রণালয় দিয়েছিলেন। সেটার মাধ্যমে নর্থইস্ট কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এমন সব ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে সম্পূর্ণভাবে উত্তরপূর্বের উন্নয়ন সম্ভব হয় বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন ত্রিপুরার উন্নয়নের কথা যদি বলা হয় তাহলে বরাক উপত্যকা তথা শিলচর পর্যন্ত যদি সড়ক উন্নয়ন না হয় তাহলে সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শিলচর এবং আইজলের মধ্যে সড়ক উন্নয়ন না হলে সেই রাজ্যের উন্নয়ন অসম্ভব। একইভাবে অরুণাচল প্রদেশে যদি উন্নয়ন হয় এবং অরুণাচল থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত সড়ক ব্যবস্থা যদি খারাপ থাকে তাহলে সেটা স্বার্থসিদ্ধি হবে না। এর সুফল অরুণাচল প্রদেশ পাবেনা। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি যদি শিলচর জিরিবাম এর মধ্যে সড়ক ব্যবস্থা না করতেন তাহলে বর্তমান পরিস্থিতিতে মনিপুরের পেট্রোলের দাম ১০০০ লিটার হতো বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ২০১২ সালে মণিপুরে যে সময়ে এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং শিলচর জিরিবাম এর মধ্যে সড়ক ব্যবস্থা ছিলনা সেই সময় মণিপুরে ডিজেলের মূল্য ৩০০-৩৫০ টাকা লিটার ছিল। আকাশপথে মণিপুরের ইম্ফলে ডিজেল সরবরাহ করা হয়েছিল। ফলে ২০১২ সালের তুলনায় বর্তমানের পরিস্থিতিতেও মণিপুরে নিত্য প্রযোজনের সামগ্রীর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়নি। এর কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদৃষ্টি। একমাত্র শিলচর জিরিবাম এর মধ্যে সড়ক ব্যবস্থা থাকার জন্য দ্রব্যমূলক বৃদ্ধি হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন উত্তরপূর্বে ২৫ টি আসনের মধ্যে যদি বিজেপি ২৫ টি আসন দখল করতে পারে তাহলে সর্বভারতীয় স্তরে উত্তরপূর্বের সম্মান বেড়ে যাবে। ভারতের রাজনীতিতে এটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে চিহ্নিত হবে। ফলে প্রত্যেক রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস করা জরুরী। যে আসলে মনে হবে বিজেপি জিতবে না সেই আসনেই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। যেটাতে জেতার সম্ভাবনা নেই সেটাতে বিজেপিকে জেতানো উত্তরপূর্বের প্রত্যেকের দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যখন প্রত্যেকেই মাঠে নেমে পড়বে তখন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। এর জন্যই এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। বিজেপিতে তাড়াহুড়ো করার কোন প্রযোজন নেই। নরেন্দ্র মোদি ৩০০ র অধিক আসন পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত নিশ্চিত। এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। তবে যেখানে সম্ভাবনা রয়েছে বিজেপি যদি দ্বিতীয় স্থানে আসে সেটাতেও বাধা নেই। এর জন্যই এই বৈঠক। প্রত্যেকের এটাই চিন্তা করতে হবে আগামী ১০০ বছর পর্যন্ত বিজেপি শাসন ক্ষমতায় থাকবে। মনিপুরের পরিস্থিতি যেটাই হোক লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যটির দুটি আসনে বিজেপি দখল করবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

আলকায়েদার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সুফিউল ঢাকায় ফিরে বললেন আমি ভেবেছিলাম, সবাই আমাকে ভুলে গেছে

ঢাকা ঃ জাতিসংঘের বাংলাদেশি কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) সুফিউল আনামকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইয়েমেনে আলকায়েদা জঙ্গিগোষ্ঠী অপহরণ করেছিল। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) সংস্থার সহায়তায় উদ্ধার হওয়ার পর বুধবার (৯ অগাস্ট) ঢাকায় ফিরে এসেছেন তিনি। বুধবার সুফিউল আনামকে বহনকারী এমিরেটস এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সুফিউল আনাম ঢাকায় পৌঁছার পর সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের কাছে তাঁর বন্দিত্বের হতাশাজনক বর্ণনা দেন। তাঁকে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। সুফিউল আনাম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি নির্দেশে এনএসআই কর্মকর্তারা আমাকে উদ্ধার করে। এ জন্য এনএসআইয়ের কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। সুফিউল আনাম বলেন, আমি ভেবেছিলাম সবাই আমাকে ভুলে গেছে। কিন্তু যখন এনএসআই সদস্যদের সঙ্গে দেখা হয়, তখন আমাকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে আমাকে ভুলে যাওয়া হয়নি। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, সন্ত্রাসীদের অপহরণ করার পর জীবিত বাড়ি ফিরতে পারব তা ভাবিনি। গত ১৮ মাস ধরে আমি খুব বিপজ্জনক পরিবেশে ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যেকোনো মুহূর্তে সন্ত্রাসীরা আমাকে মেরে ফেলবে। সংবাদ সম্মেলনে সুফিউল তাঁকে উদ্ধারকারী এনএসআই কর্মকর্তাদের পেশাদারত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আমি তাদের পেশাদারত্ব এবং তাদের দায়িত্ববোধ ভুলে যাব না। কীভাবে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল সে বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সুফিউল আনাম বলেন, ১৮ মাস আগে যখন আমি পেশাগত দায়িত্ব থেকে ফিরে আসছিলাম তখন আমাকে অপহরণ করা হয়... বন্দিদশায় প্রতি দিনই মৃত্যুর ভয় দেখা দেয়। যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। সন্ত্রাসীরা আমাদের পাহাড় ও মরুভূমিতে আটকে রেখেছিল। আমার চোখ সব সময় চোখ বেঁধে রেখেছিল সন্ত্রাসীরা। আমাদের বন্দিত্বের অবস্থান তারা ১৮ বার পরিবর্তন করেছে। সৌভাগ্যক্রমে, তারা আমাকে নির্যাতন করেনি। সুফিউল ইয়েমেনের রাজধানী এডেনে জাতিসংঘের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা বিভাগের ফিল্ড সিকিউরিটি কোঅর্ডিনেশন অফিসার (প্রধান) হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তিনিসহ তাঁর চার ইয়েমেনি সহকর্মীকে আলকায়েদার সদস্যরা ইয়েমেনের মুদিয়াহ প্রদেশ থেকে অপহরণ করেছিল। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পরে তাঁর মুক্তির জন্য ৩০ লাখ ডলার মুক্তিপণ চেয়েছিল। দেড় বছর বন্দি থাকার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) সুফিউল আনামকে উদ্ধার করে।

মনিপুরের রক্তাক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বক্তব্য না রাখার জন্য ইন্ডিয়ার অংশীদার দলগুলো অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে বলে মন্তব্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ যেন এক নতুন ধারাবাহিক শুরু হয়েছে। গত প্রায় তিন মাস যাবত মণিপুরে অব্যাহত থাকা মৈতেয়ী কুকি সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ নিয়ে বিরোধী পক্ষের হয়ে সাংসদ গৌরব গগৈ লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে নানা তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। একই সঙ্গে উত্তরপূর্বে কংগ্রেসের অবদান সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরনের তথ্য বর্ণনা করেছেন তিনি। তবে সাংসদ গৌরব গগৈর নানা বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন একমাত্র তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ভুল পরিকল্পনা নীতির জন্য বর্তমান মনিপুর সহ সারা উত্তরপূর্বে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র কংগ্রেসের জন্য উত্তর পূর্বে নানা সংঘর্ষ সৃষ্টি হচ্ছে। রক্তাক্ত হাত নিয়ে কংগ্রেস গত ৭৫ বছর ধরে উত্তরপূর্বে 'ওয়ার জোন' সৃষ্টি করে রেখেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। এবার এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। গুয়াহাটি মহানগরের জি এস রোড স্থিত দলীয় মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করা হয়েছিল। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা দলের জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বলেন শাসক দল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার উত্তরপূর্বের অন্যতম রাজ্য মনিপুরে ২০২৩ সালের ৩ মে থেকে অব্যাহত থাকা গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকার বিফল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তরপূর্বকে অষ্টলক্ষ্মী বলে সম্বোধন করলেও মনিপুর হিংসার তিন মাস সময় অতিক্রম করার পরেও একবারও সেখানে সফর করেননি। ৮০ দিনের পর মাত্র ৩০ সেকেন্ডের একটি মন্তব্য দিয়ে তিনি নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছেন। আজ অব্দি উভয় সদনে এই রক্তাক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য না রাখার জন্যই ইন্ডিয়ার অংশীদার দলগুলো সম্মিলিতভাবে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা দলের জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য বলেন লোকসভায় বিরোধী পক্ষের হয়ে উপ দলপতি গৌরব গগৈ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা অনাস্থা প্রস্তাবের জেরে শাসকীয় বিজেপি দল এবং সরকার দিশাহারা হয়ে শংকিত হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই সংক্রান্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য সম্পূর্ণ হতাশাগ্রস্থ বলে মন্তব্য করেন তিনি। কংগ্রেসের মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য বলেন একনাগাড়ে নয় বছর শাসন করা বিজেপিকে এখন কংগ্রেসের ভূত পিছু করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গতকাল এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈর পদমর্যাদা ভুলে বাচ্চা ছেলে বলে সম্বোধন করে তার হতাশাগ্রস্থ মানসিক অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এটা মনে রাখা ভালো যে শিশুকৃষ্ণ কংসের নিদ্রাহরণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। দলের জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরন রিজিজু নিজে শাসনা থেকেও আগের ইউপিএ সরকারকে বর্তমানের মনিপুরের রক্তাক্ত পরিস্থিতির জন্য দোষারোপ করাটি। এক্ষেত্রে তার নিজের সরকারের ব্যর্থতা মেনে নেওয়া উচিত ছিল। অসমের মুখ্যমন্ত্রী ১৯৬২ সালের উদাহরণ নিয়ে কংগ্রেসকে দোষারোপ করার সময় এটা ভুলে গেছেন যে তার রাজনৈতিক জন্ম কংগ্রেস দলে হয়েছে। তিনি একনাগারে ১৩ বছর প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সরকারের নয়নের মনি ছিলেন। যে সময় ভুল কথা এবং ভুল কাজ হয়েছিল তার অংশীদার অসমের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নিজেও রয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য বলেন অসমের সাধারণ মানুষের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সেই সময়ে হিতেশ্বর শইকিয়া নেতৃত্বাধীন অসম সরকারকে ভেঙে দিয়েছিলেন যার ফলস্বরূপ অসম গণ পরিষদ ক্ষমতা এসেছিল। ফলে এখানে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে কংগ্রেস দল ক্ষমতার জন্য লালায়িত নয়। মিজো চুক্তির মাধ্যমে মিজোরামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও কংগ্রেস দলীয় রাজনীতি বিসর্জন দিয়েছিল। ক্ষমতা নয় বরং জনস্বার্থ কে কংগ্রেস সর্বদা প্রাধান্য দিয়ে আসছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর শাসনে বৃহত্তর নাগালিম এর সিদ্ধান্তের জন্য মনিপুর, অরুণাচল প্রদেশ এবং অসমে ব্যাপক প্রতিবাদ হওয়ার পাশাপাশি মণিপুরে হওয়া হিংসাত্মক কার্যকলাপের কথা মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভুলে গেলেন নাকি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা দলের জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য।

শুরুর আগেই কি মৌসুম শেষ রিয়ালের কোর্তোয়ার

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ লা লিগার নতুন মৌসুম শুরু হচ্ছে কাল। রিয়াল মাদ্রিদের অভিযান শুরু পরদিন অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। সে ম্যাচ সামনে রেখে আজ দলের সঙ্গে অনুশীলন করছিলেন থিবো কোর্তোয়া। কিন্তু অনুশীলনে গুরুতর চোট পাওয়ার পর রিয়াল গোলরক্ষক পেলেন বড়সড় দুঃসংবাদ। ৩১ বছর বয়সী তারকার বাঁ পায়ের হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। শিগগিরই অস্ত্রোপচার করাতে হবে। পুরোপুরি সেরে উঠতে আগামী বছরের এপ্রিল লেগে যেতে পারে। এমনকি মৌসুমই শেষ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। নিজেদের ওয়েবসাইটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ। চোট সমস্যা কোর্তোয়ার জন্য নতুন কিছু নয়। গত মৌসুমেও একাধিকবার হ্যামস্ট্রিং ও নিতম্বের চোটে পড়েছিলেন। খেলতে পারেননি ক্লাব বিশ্বকাপে। চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লা লিগারও বেশ কয়েকটি ম্যাচ মিস করেছেন। শেষ হাঁটুর চোটে পড়েন গত জুনে, জাতীয় দল বেলজিয়ামের ক্যাম্পে। সেই চোটে ক্যাম্প ছেড়ে বাড়িতে গিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন। সেরে ওঠার পর প্রাক্‌মৌসুম প্রস্তুতির অংশ হিসেবে রিয়ালের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে বার্সেলোনা ও জুভেন্টাসের বিপক্ষে শেষ দুটি ম্যাচে খেলেছেনও। যদিও সেই দুই ম্যাচে খেয়েছেন ৬ গোল। দুঃসময় ভুলে যখন নতুন শুরুর অপেক্ষায় ছিলেন, তখনই চোট আবার তাঁর ক্যারিয়ারে বিশাল ধাক্কা হয়ে এল। ২০১৮ সালে চেলসি ছেড়ে রিয়ালে যোগ দেন কোর্তোয়া। গোলবারের নিচে তখন থেকেই আস্থার প্রতীক হয়ে আছেন তিনি। ক্লাবটির হয়ে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ২৩০ ম্যাচ বাঁচিয়েছেন ২১৯ গোল। পাঁচ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগা, ক্লাব বিশ্বকাপসহ জিতেছেন আটটি ট্রফি।

২০২২ চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে ভিনিসিয়ুসের গোলে লিভারপুলকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রিয়াল। কিন্তু সে রাতের সত্যিকারের নায়ক ছিলেন কোর্তোয়া। মোহাম্মদ সালাহ সাদিও মানেদের লক্ষ্যে নেওয়া নয়টি শট রুখে দেন এই গোলরক্ষক। কোর্তোয়া চোটে পড়ায় রিয়ালকে এখন আন্দ্রি লুনিনের ওপরই ভরসা রাখতে হচ্ছে। ২৪ বছর বয়সী এই ইউক্রেনিয়ান ছাড়া রিয়ালের স্কোয়াডে আর যে কোনো গোলরক্ষক নেই! একাধিক স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম বলছে, কোর্তোয়া চোটে পড়ায় এরই মধ্যে দলবদলের বাজারে গোলরক্ষকের সন্ধানে নেমে পড়েছে রিয়াল। ক্লাবটির প্রথম পছন্দ মাদ্রিদেই জন্ম নেওয়া দাভিদ দে হেয়া। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে কদিন আগেই এক যুগের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন দে হেয়া।

২০১৫ সালেই দে হেয়ার রিয়ালে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর দলবদলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রিয়াল ঠিক সময়ে লা লিগা কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে না পারায় ইউনাইটেডেই থেকে যেতে হয়।

শ্রীলঙ্কার লিগে বাবর কেন অধিনায়ক নন

লন্ডন ঃ পাকিস্তানের তিন সংস্করণের অধিনায়ক তিনি। দলও তাঁর নেতৃত্বে খেলছে ভালোই। শুধু পাকিস্তান দল নয়, ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টিতেও অধিনায়কত্বের ব্যাটন থাকে বাবর আজমের হাতে। তবে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে এবারের লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল)। কলম্বো স্ট্রাইকার্সের হয়ে খেলা বাবর অধিনায়কত্ব করছেন না।

এলপিএলের বাবরের দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নিরোশান ডিকভেলা। ৩০ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান এর আগে মাত্র ৪টি টি-টোয়েন্টিতে অধীনায়কত্ব করেছেন। সেটাও শ্রীলঙ্কার স্থানীয় টুর্নামেন্ট মেজর ক্লাব টি-টোয়েন্টিতে। অনেকের প্রশ্ন, বাবরের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়া একজন দলে থাকতে ডিকভেলার মতো অনভিজ্ঞ একজনের হাতে কলম্বোর নেতৃত্ব কেন?

টুর্নামেন্টের শুরু থেকে আলোচিত সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে কলম্বোর প্রধান কোচ সাইমন হেলমটের কথায়। উইজডেন ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কলম্বোর কোচ জানিয়েছেন, বাবরের চাওয়াতেই ডিকভেলাকে অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়েছে, 'ডিকভেলা অধিনায়ক হোক, এটা বাবরই চেয়েছিল। এরপর আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ হয়।'

২০১৭ সালের পর এই প্রথম পিএসএলের বাইরে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলছেন বাবর। সর্বশেষ ২০১৭ সালে বিপিএলে সিলেট স্ট্রাইকার্স ও সিপিএলে গায়ানা অ্যামজন ওয়ারিওর্সের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। এবার তাঁর সামনে সুযোগ ছিল এলপিএল কিংবা কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে খেলার। তবে বাবার পরামর্শে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এলপিএলে খেলার সিদ্ধান্ত নেন বাবর। সেই সিদ্ধান্ত যে সঠিক, সেটা প্রমাণের পথেই আছেন পাকিস্তান অধিনায়ক। এখন পর্যন্ত এলপিএলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বাবর। ৫ ম্যাচে ১ সেঞ্চুরি ও ১ ফিফটিতে ৪৭ গড় ও ১৪৩ স্ট্রাইক রেটে ২৩৫ রান করেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক। আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়ক না হলেও বাবর 'দলনেতা'র মতোই ভূমিকা রাখছেন বলে জানান কলম্বো কোচ, 'বাবর অন্যদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। দলের সবার দেখাশোনা করে, সেটা মানসিকভাবে হোক, টেকনিক্যালি হোক বা উদ্দীপিত করার মাধ্যমে হোক। সে দলের সম্পদ।' অধিনায়ক ডিকভেলাও মাঠে বাবরের সঙ্গ উপভোগ করছেন বলে জানান, 'আমি আমার দায়িত্ব উপভোগ করছি, বিশেষ করে বাবরের সঙ্গে। সে আমাদের সহায়তা করে এবং আমরা সিদ্ধান্তগুলো একসঙ্গেই নেই।'

পিএসজির বার্ষিক মিডিয়া দিবস থেকে বাদ এমবাপ্পে

প্যারিস ঃ কিলিয়ান এমবাপ্পে-পিএসজি সম্পর্ক প্রায় প্রতিদিনই শীতল থেকে শীতলতর হচ্ছে। আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া মৌসুমের পর পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করবেন না-এমবাপ্পে এমন চিঠি দেওয়ার পর থেকে তাঁকে নিয়ে কঠোর থেকে কঠোরতর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে প্যারিসের দলটি। চুক্তি নবায়ন করবেন না-এমবাপ্পে এমন চিঠি দেওয়ার পর তাঁকে বিক্রি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে পিএসজি। আগামী মৌসুমে মুক্ত খেলোয়াড় হওয়ার আগেই তাঁকে বিক্রি করতে চায় তারা। কারণ, মুক্ত খেলোয়াড় হয়ে গেলে তাঁর বিনিময়ে দলবদল ফি পাবে না ক্লাবটি।

অন্যদিকে এমবাপ্পে চুক্তির মেয়াদ শেষ না করে ক্লাব ছাড়তে চান না। কারণ, চুক্তির মেয়াদ শেষ না করলে আনুগত্য বোনাসের পুরোটা পাবেন না তিনি। এটা নিয়ে ক্লাবের সঙ্গে চরম তিক্ততা তৈরি হয়েছে এমবাপ্পের।

পিএসজি প্রথমে এমবাপ্পেকে প্রাক্‌মৌসুম প্রস্তুতির এশিয়া সফরের দল থেকে বাদ দেয়। এরপর তাঁকে 'বন্ব স্কোয়াড'-এ পাঠিয়ে দিয়েছে ক্লাবটি। ফুটবলে 'বন্ব স্কোয়াড' কথাটার একটা বিশেষ মানে আছে। সাধারণত অতি বেতনের খেলোয়াড়, যাঁরা প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেন না কিংবা ক্লাব আর যাঁদের দরকারি মনে করে না, তাঁদের যখন মূল দল থেকে আলাদা করে ফেলা হয়, তাঁদের 'বন্ব স্কোয়াড'-এর সদস্য বলা হয়। পিএসজির বন্ব স্কোয়াডে আগে থেকেই ছিলেন লিয়ান্দ্রো পারেদেস ও ইউলিয়ান ড্রাক্সলার। কদিন আগে এমবাপ্পে লুইস এনরিকেকে একটি 'হুমকি'ও দিয়েছিলেন। স্কাই স্পোর্টসের প্রধান প্রতিবেদক কাভে সোলহেকলেরকে এমবাপ্পে বলেছিলেন, পিএসজির মূল স্কোয়াড তাঁর বন্ব স্কোয়াডের সঙ্গে কোনো ম্যাচই জিততে পারবে না! হুমকিটুমকি দিয়ে কোনো লাভ যে হয়নি, সেটা বোঝা গেল এমবাপ্পেকে নিয়ে পিএসজির আরেকটি সিদ্ধান্তে। এবার তাঁকে বার্ষিক লিগ ডি প্রফেশনাল'স (এলএফপি) মিডিয়া দিবস থেকে বাদ দিয়েছে পিএসজি।

মৌসুম শুরুর আগে এই মিডিয়া দিবস ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ'র ক্লাবগুলোর জন্য ঐতিহ্যবাহী একটা দিন। মিডিয়া দিবসে প্রতিটি দলের মূল স্কোয়াডের ছবি তোলা হয়, যেটা পুরো মৌসুমের জন্য দলগুলো এবং লিগ কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করে থাকে।

এলএফপির এই আয়োজনে ১৮টি দলের সব পেশাদার ফুটবলারকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। শুধু এমবাপ্পেই বাদ পড়েছেন। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে পিএসজি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে এমবাপ্পেকে আগামী মৌসুমের পরিকল্পনায় রাখেনি পিএসজি। এখন তিনি শেষ পর্যন্ত কবে পিএসজি ছাড়েন আর কোথায় যান, সেটা দেখারই অপেক্ষায় সবাই।

আর্জেন্টিনায় জামালের 'রহস্যময়' ছবি

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ জামাল ভূঁইয়া এখন কোথায়? তিনি কি ডেনমার্কে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন নাকি আর্জেন্টিনায় গেছেন? দুদিন ধরেই গুঞ্জন বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক আর্জেন্টিনার তৃতীয় বিভাগের দল সোল দে মায়োতে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু জামাল নিজে তাঁর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, তিনি কোথাও কোনো চুক্তি করেননি। এ মুহূর্তে তিনি পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন। জামাল তাঁর ক্লাব শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের কাছ থেকে ছুটি নিয়েই ডেনমার্কে গেছেন। মৌসুম শেষে ডেনমার্কে তাঁর পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাবেন, এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু আর্জেঃটাইন ক্লাব সোল দে মায়ো গতকাল তাদের টুইটার হ্যান্ডলে জামাল ভূঁইয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কথা জানায়, এমনকি ক্লাবের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জামালের একটি ছবিও পোস্ট করে। বিমানবন্দরে জামালকে বরণ করে নেওয়ার ছবিও তারা পোস্ট করেছে। তবে কিছুক্ষণ পরই ক্লাবটি সেই পোস্ট সরিয়ে ফেলে। জামাল এর পরপরই নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লেখেন, 'বন্ধুরা! আমি কোথাও কোনো চুক্তি সই করিনি। আমি লক্ষ করছি প্রতিদিন লোকজন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমার বিভিন্ন ছবি পোস্ট করে বলছেন, আমি কোথায় কোথায় যাচ্ছি। আমি এ মুহূর্তে আমার পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছি।' জামালের এই পোস্টের পর সোল দে মায়োর অফিশিয়াল পেজে পোস্ট করা ছবিগুলো পুরোই রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ছবিগুলো কি তাহলে মিথ্যা? আর্জেন্টাইন ক্লাবটি তাদের পোস্ট সরিয়ে ফেলার পর এ নিয়ে বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। এ ব্যাপারে জানতে জামাল ভূঁইয়ার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এদিকে জামালকে নিয়ে চলমান আলোচনায় চোখ রাখছে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র। ক্লাবটির পরিচালক (অর্থ) মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন জানিয়েছেন, আর্জেন্টিনায় যদি জামাল চুক্তিবদ্ধ হয়েই থাকেন, সেটি তিনি করেছেন শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্রকে না জানিয়ে, 'আমরা জানি জামাল ডেনমার্কে তার পরিবারের সঙ্গে আছে। আমাদেরকে বলেই সে ডেনমার্কে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে গেছে। দুই দিন ধরে তার আর্জেন্টিনার কোনো একটি ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি করার যে খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল নই। যদি সে চুক্তি করেই থাকে, সেটি সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সেটি সে করেছে আমাদের অনুমতি না নিয়ে। আপনারা জানেন, কিছু দিন আগে তার সঙ্গে আমাদের নতুন মৌসুমের চুক্তি হয়েছে।' সোল দে মায়োর সঙ্গে জামালের চুক্তির ব্যাপারে কথা উঠেছিল গত মার্চে। শেখ রাসেলের জামাল আর্জেন্টিনার এই ক্লাবে খেলার ব্যাপারে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আর্জেন্টিনার ক্লাবটিতে খেলতে তিনি শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের কাছে অনুমতিও চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌসুমের মাঝখানে জামালকে ছাড়তে রাজি হয়নি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। জামালেরও তখন আর্জেন্টিনায় যাওয়া হয়নি। সামনে আন্তর্জাতিক ব্যস্ততাও আছে জামালের। সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ জাতীয় দল। একই মাসে চীনের হাংজুতে এশিয়ান গেমসে অংশ নেবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব২৩ দল। সেখানে সিনিয়র খেলোয়াড় কোটায় জামালেরও খেলার কথা। ১২ ও ১৭ অক্টোবর ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রাক্‌বাছাইপর্বে মালদ্বীপের বিপক্ষে হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল।

ক্রাইমিয়ার তাতার কারা এবং কেন তারা রাশিয়ার সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়ছে?

ক্রাইমিয়া (জেরাল্ড হিউজ)ঃ ক্রাইমিয়ার তাতাররা রাশিয়ার অধিকৃত ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের একটি মুসলমান জাতিগোষ্ঠী। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের যুদ্ধে তারা এখন বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করছে। তারা একটি সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেছে যার নাম 'আতেশ,' অর্থাৎ আগুন। ইউক্রেনে রুশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তারা অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়েছে।

আতেশ গেরিলা বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই গোষ্ঠীটির লক্ষ্য রুশ রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত করা, প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে নাশকতা চালানো এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সামরিক বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা।

আতেশ এজন্য যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে তা বেশ নির্মম। ২০২২ সালের নভেম্বরে সিমফেরোপল শহরের এক হাসপাতালে ৩০ জন রুশ সৈন্যকে হত্যা করে তারা প্রমাণ করেছে তারা কী করতে চায়। তবে তারা অন্যান্য যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তাও বেশ কার্যকর এবং অভিনব। এবছরের ফেব্রুয়ারিতে আতেশ গোষ্ঠী দাবি করেছিল যে চার হাজারেরও বেশি রুশ সৈন্য আতেশ স্কুলের একটি অনলাইন কোর্সে যোগ দিয়েছে, যেখানে তাদের শেখানো হয়েছে কীভাবে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করে তারা নাশকতার মাধ্যমে ঐ যুদ্ধের মধ্যে টিকে থাকতে পারেন।

তাতার নেতা মুস্তাফা জামিলেভ, রুশ সরকার যাকে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত ক্রাইমিয়ায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তিনি সম্প্রতি বলেছেন, আতেশ গেরিলারা চরম গোপনীয়তা বজায় রাখেন, কিন্তু তারা ক্রাইমিয়ার ভূখণ্ডের ভেতরে থেকে কাজ করছেন এবং বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলা চালাচ্ছেন।

কিয়েভ-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কোঅপারেশনের প্রধান সেরহি কুজান বলছেন ঃএদের যুদ্ধের রীতি হলো, দখলদার বাহিনী সব সময় এদের উপস্থিতি টের পাবে এবং কখনই তারা নিরাপদ বোধ করবে না।

ক্রাইমিয়ার ভেতরে, এবং এমনকি এই অঞ্চলের সীমানার বাইরেও, রুশ সামরিক শক্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে আতেশসহ অন্যান্য গেরিলা গোষ্ঠী নানা ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করছে।

সিমফেরোপল হাসপাতালে রুশ সৈন্যদের উপর হামলার দায় স্বীকার করার পর এক বিবৃতিতে আতেশ বলেছে ঃ ওয়ার্ডগুলিতে গিয়ে দেখুন, মর্গগুলিতে যেয়ে দেখুন ... এই সত্যটি আপনি ৩০০বার যাচাই করতে পারেন, তবে এটিই হচ্ছে একমাত্র সত্য।

এই যুদ্ধের অনেক ঘটনাবলীর মতো, এবং সব পক্ষের জন্যই যা প্রযোজ্য, মাঠ পর্যায়ে এধরনের দাবি যাচাই করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে আমরা এটুক জানি যে, খারকিভ, জাপোরিশা এবং খেরসন অঞ্চলের গেরিলা বাহিনীগুলি স্টিকার এবং প্রচারপত্র বিতরণের মাধ্যমে রুশদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি একটি সমন্বিত প্রচারণা অভিযান শুরু করেছে।

এছাড়া, আগের যুদ্ধের কৌশল অনুকরণ করে, ইউক্রেন সরকার রুশ সেনা ইউনিটগুলির অবস্থানের ওপর লিফলেট ফেলেছে। এতে বলা হয়েছিল ঃরাশিয়ার সৈনিক, আপনি যদি একুশ শতকের নাৎসি হতে না চান, তাহলে আমাদের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যান! অন্যথায় হিটলারের সৈন্যদের ভাগ্য এবং নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল যুদ্ধাপরাধের বিচার আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি কিয়েভ সরকারের জন্য বেশ লোভনীয়, কারণ রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ (১৯১৭-১৯২৩) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়া যাকে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ (১৯৪১-১৯৪৫) হিসাবে স্মরণ করে, দুটি ক্ষেত্রেই জয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল গেরিলা যুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউক্রেনের ওপর নাৎসি জার্মানির হামলার সাথে বর্তমান রুশ সেনাবাহিনীর তুলনার মাধ্যমে কিয়েভ সরকার ইতিহাস সম্পর্কে মি. পুতিনের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছে। নাৎসি দখলদারির সময় গণহত্যায় সহযোগিতা করার জন্য ক্রেমলিন সরকার ইউক্রেনের জাতীয়তাবাদীদের দায়ী করে থাকে।

রাশিয়ার সরকার প্রচার করে যে ইউক্রেনকে 'ডিনাৎসিফাই' করা অর্থাৎ নাৎসীবাদীদের উৎখাত করার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান যুদ্ধটি চালানো হচ্ছে।

রাশিয়া, ইউক্রেন এবং ক্রাইমিয়ান তাতারদের ইতিহাস সম্পর্কে যারা জানেন, তারা রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদের এই সর্বশেষ সংস্করণের বিরুদ্ধে তাতারদের শত্রুতা দেখে মোটেই অবাক হবেন না।

ক্রাইমিয়ান তাতাররা ক্রাইমিয়ান উপদ্বীপের বাসিন্দা একটি তুর্কি জাতিগত গোষ্ঠী। এরা স্লাভিক রাশিয়ানদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ক্রাইমিয়ান তাতার জাতি গঠিত হয়েছিল চার শতাব্দী আগে (১২০০-১৬৫০ শতাব্দীতে) এবং ঐ অঞ্চলে আসা অন্যান্য অভিবাসীদের সাথে তারা মিশে গিয়েছিল।

রাশিয়ার জারিনা ক্যাথরিন দ্য গ্রেট ১৭৮৩ সালে ক্রাইমিয়াকে সংযুক্ত করেন এবং রুশ সাম্রাজ্য পরবর্তীকালে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের আগে ক্রাইমিয়ান তাতারদের 'রুশী' বানানোর চেষ্টা করে। জোসেফ স্ট্যালিনের শাসনামলে (১৯২৪-১৯৫৩) তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার ক্রাইমিয়ান তাতারদের সক্রিয়ভাবে দমন করেছিল।

এর ফলে ১৯৪১ সালের জুনে ইউক্রেনের ওপর নাৎসি আক্রমণের পর বেশ কিছু তাতার জার্মানদের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। স্ট্যালিন ক্রাইমিয়ান তাতারদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনেন এবং পুরো জাতিগোষ্ঠীকে সাইবেরিয়ায় গুলাগ নামে পরিচিত শ্রম শিবিরে নির্বাসিত করেন।

তবে জার্মান অক্ষ শক্তির পক্ষে ছিলেন স্বল্প কিছু ক্রাইমিয়ান, কিন্তু এর চেয়ে বড় সংখ্যক ক্রাইমিয়ান কাজ করেছিলেন সোভিয়েত রেড আর্মিতে।

উনিশশো চুয়াল্লিশে মধ্য এশিয়া থেকে অন্তত ১৮০,০০০ লোকের নির্বাসন ছিল তাতার জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অধ্যায়গুলির একটি, যাকে সুরগুন (নির্বাসন) নামে স্মরণ করা হয়। উনিশশো ষাটের দশকে তাতার অধিকার আন্দোলন কর্মীদের গবেষণা থেকে জানা যায়, ঐ নির্বাসিতদের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ ক্রাইমিয়ান মারা গিয়েছিলেন। এমনকি সোভিয়েত সরকারের দলিলপত্রও স্বীকার করে নেয় যে, অন্তত ৩০,০০০ ক্রাইমিয়ান তাতার নির্বাসনের দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা সুপ্রিম সোভিয়েত স্বীকার করে নেয় যে ক্রাইমিয়ার পুরো তাতার জাতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনার পদক্ষেপটি ছিল একেবারেই 'অযৌক্তিক।'

তেরো বছর আগে সুপ্রিম সোভিয়েত রুশ প্রজাতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্রাইমিয়াকে ইউক্রেন প্রজাতন্ত্রের কাছে হস্তান্তর করার পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

সে সময়ে এধরনের পদক্ষেপ ততটা বিতর্কিত ছিল না, কারণ দুটি দেশই তখন পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির ঘটনা পুরো পরিস্থিতিকে একেবারে পাল্টে দিয়েছিল।

সংস্কারপন্থী সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভের সময়ে ১৯৮৯ সালে বেশিরভাগ তাতারকে আবার ক্রাইমিয়ায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু ঐ অন্যায্য নির্বাসনের জন্য তাতাররা কোন ধরনের ক্ষতিপূরণ পাননি, এবং স্বদেশে ফিরে আসার পর তাদের সাথে জাতিগত রাশিয়ান ও ইউক্রেনীয়দের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। এসব রুশ এবং ইউক্রেনিয়ানরা ১৯৪৪ সালের পর ঐ উপদ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

উনিশশো একানব্বই সালে ইউক্রেন স্বাধীন হওয়ার পর তাতার নেতারা অভিযোগ করেন যে কিয়েভ সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তাতারদের সরকারি চাকরি পেতে বাধা দিচ্ছে, এবং গোপনে তাতার জমি দখলের অনুমতি দিচ্ছে।

তবে, ধীরে ধীরে ক্রাইমিয়ান এবং ইউক্রেনীয় তাতাররা তাদের সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রিত হন।

পরে ক্রাইমিয়ান তাতাররা নতুন ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রের প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠেন এবং এর স্বীকৃতি হিসেবে কখনও কখনও এদের ক্রাইমিয়ার সেরা ইউক্রেনিয়ান নামে ডাকা হয়।

উনিশ শতকে স্থানীয় ক্রাইমিয়ান তাতাররা ছিলেন ঐ উপদ্বীপের মোট জনসংখ্যার ৩৪.১।

স্ট্যালিনের জাতিগত নির্মূলের পদক্ষেপ বন্ধ হওয়ার পরও ২০০১ সালে রুশরা ছিল ক্রাইমিয়ান জনসংখ্যার ৫৮, যেখানে আদিবাসী তাতাররা ছিল মাত্র ১২ শতাংশ।

ক্রাইমিয়ায় ২০১৪ সালের রুশ আক্রমণের ঘটনা ক্রাইমিয়ান তাতারদের আরেকবার তাদের বিপর্যয়কর অতীতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

সেখানকার রুশ প্রশাসন দখল কায়েমের লক্ষ্যে সাথে সাথেই সেখানে নিয়মিতভাবে তাতারদের ওপর নানা অত্যাচার শুরু করে যা আজও চলছে।

ক্রাইমিয়ান তাতারদের দল, যা তাতার মজলিস নামে পরিচিত, এবং এর সভাপতি মুস্তাফা জামিলেভকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইভাবে স্তালিনবাদী নির্বাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন কথা বলাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দু'হাজার চৌদ্দ সালের পর হাজার হাজার তাতার রুশ-অধিকৃত ক্রাইমিয়া ছেড়ে ইউক্রেনে চলে যান।

তাতার অধিকার আন্দোলন কর্মী ও রাজনীতিবিদ ইলমি উমারভ একবার রুশ অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবিকে বলেছিলেন যে তিনি ক্রাইমিয়াকে রুশ ফেডারেশনের অংশ বলে মনে করেন না। এই মন্তব্য করার দায়ে তাকে জোর করে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইউক্রেনীয় ও তাতারদের মধ্যে সংহতি প্রকাশ করে ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারখোভনা রাদা (ইউক্রেনীয় সংসদ) ১৯৪৪ সালের তাতার নির্বাসনকে 'গণহত্যা' হিসাবে নিন্দা করে একটি প্রস্তাব পাস করে। এটি ছিল এমন এক নজির যা লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং ক্যানাডাকেও ২০১৯ সালে একই কাজ করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

দু'হাজার একুশ সালে ভারখোভনা রাদা ক্রাইমিয়ান তাতারদের ইউক্রেনের আদিবাসীদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি আইন পাস করে। ইউক্রেনে এখন যেভাবে যুদ্ধ চলছে এবং তাতে ক্রাইমিয়ান তাতারদের যে উল্লেখযোগ্য সামরিক অবদান রয়েছে, সে কারণেই কিয়েভ সরকার ভবিষ্যতে ক্রাইমিয়ান তাতার জাতির স্বাধিকারের বিষয়টিকে সুনজরে দেখবে বলে ধারণা করা হয়।

ইউক্রেন বিষয়ক গবেষক রোরি ফিনিন বলেন, বর্তমান যুদ্ধের অবসানের পর যে কোনো চুক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ক্রাইমিয়ার ভবিষ্যৎ।

ইউক্রেন ২০১৪ সালে ক্রাইমিয়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে রাশিয়ার হাতে পরাজয় এড়াতে কিয়েভের সামরিক ক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন এই ক্রাইমিয়ান তাতাররা।

জেরাল্ড হিউজ হলেন ওয়েলসের অ্যাবারেস্টউইথ ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভাগের সামরিক ইতিহাস এবং ইন্টেলিজেন্স স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক।

টুকরো খবর

গঙ্গা নদীর পাশে প্রায় ১৫ মিটার এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে ভাঙ্গন

মালদা ঃ মানিকচকের গোপালপুরে গঙ্গা নদীতে ভাঙ্গন। গঙ্গা নদীর পাশে প্রায় ১৫ মিটার এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে ভাঙ্গন। এই পরিস্থিতিতে মালদার মানিকচকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর হুকুমত টোলা গ্রাম। গঙ্গা নদীর পাশে ই এই গ্রাম। যে কোন সময় চলে যেতে পারে গঙ্গা গর্ভে। আতঙ্কে বাড়িঘর খুলে নিয়ে আসবাবপত্র নিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে গ্রামবাসীরা। এর আগেও গঙ্গা ভাঙন বাড়িঘর খুইয়ে গৃহ হীনরা নদীর ধারেই তৈরি করেছিলেন এই গ্রাম এবার তাও হয়তো চলে যাবে নদী গর্ভে। আবার নতুন করে গ্রামবাসীদের গৃহহীন হতে হচ্ছে।

শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ভাঙ্গন রোধের কাজে সেচ দপ্তর ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক গৌড়চন্দ্র মন্ডল। পাল্টা বিজেপিকে কটাক্ষ করে এর দায় সম্পন্ন কেন্দ্র সরকারের দাবি রাজ্যের শেষ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের। আর এর মধ্যে আবার নতুন করে গঙ্গা ভাঙনের কবলে কয়েক হাজার মানুষ।

দুদিন ব্যপি মূকাভিনয় ও নাট্য কর্মশালার শুভ সূচনা

কোচবিহার ঃ ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক আকাদেমি, নিউ দিল্লীর সহযোগিতায় এবং কোচবিহার ছায়ানীড় এর উদ্যোগে কাটামারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আজ থেকে শুরু হলো দুদিন ব্যপি মূকাভিনয় ও নাট্য কর্মশালা । কর্মশালার শুভ সূচনা করেন কাটামারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সজল চন্দ।

এছাড়াও অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের ছেলে মেয়েদের নাটক ও মূকাভিনয়ের প্রতি উৎসাহ বাড়াতে সারা বছর বিভিন্ন স্থানে কোচবিহার ছায়ানীড় এই ধরনের কর্মশালার আযোজন করে।

কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির সদস্য স্নেহাশীষ চৌধুরী, বাপ্পী দাস এবং সজল চন্দ । শিবির পরিচালক হিসেবে ছিলেন স্বাগত পাল।

এই কর্মশালায় থিয়েটার গেমস, ইমপ্রোভাইজেশন ,মঞ্চের ব্যবহার, কন্ঠস্বর,মূকাভিনয়ের বিভিন্ন দিক, শরীর চর্চা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়। সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।মোট ২৮ জন শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেছে। কর্মশালা শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে।

মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে মিছিল করল দার্জিলিং জেলা INTTUC

শিলিগুড়ি ঃ মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে মিছিল করল দার্জিলিং জেলা **INTTUC** বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির এয়ার ভিউ মোড় থেকে শুরু হয় এই মিছিল।

বৃহস্পতিবার বিকেলে এই মিছিলে পা মেলান দার্জিলিং জেলা ক্রগঙ্খঙ্খঙ্গক্ত এর সভাপতি নির্জন দে, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল সমতলের সভাপতির পাপিয়া ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এই মিছিল থেকে মণিপুরের ঘটনার নিন্দা জানানো হয় এর পাশাপাশি এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চুপ কেন রয়েছেন এমনও প্রশ্ন তোলা হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সমতলের সভাপতি পাপিয়া ঘোষ বলেন মণিপুর সমস্যার সমাধান না হলে তাদের এই আন্দোলন লাগাতার চলবে।

পুরসভার অপব্যয়ের অভিযোগ তুলে আলিপুরদুয়ারে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিজেপি

আলিপুরদুয়ারঃ বিভিন্ন ইস্যুতে বৃহস্পতিবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা শহড়ে প্রতিবাদ মিছিল করল বিজেপি । বিজেপি ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা জানান বর্তমানে রাজ্যে নারী সুরক্ষা বড় ইস্যু একটা সীমাক্ষায় দেখা গিয়েছে রাজ্যের বহু নারী নিখোঁজ হয়েছে ।

এছাড়া তৃণমূল পরিচালিত ফালাকাটা পুরসভা জনগণকে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করছে। ফালাকাটা শহড়ের জনগণ পুর পরিষেবা পাচ্ছেনা। জনগণকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে এবং সর্বস্তরের তৃণমূলের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ওই মিছিলটি বের করে বিজেপি। ওই মিছিলটি ফালাকাটার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে।

শিলিগুড়ি গণেশ পুজো ওয়েলফেয়ার সোসাইটির গণেশ পুজোর খুঁটি পুজো সম্পন্ন হল

শিলিগুড়ি ঃ নিয়মনীতি মেনে সম্পন্ন হল শিলিগুড়ি গণেশ পুজো ওয়েলফেয়ার সোসাইটির গণেশ পুজোর খুঁটি পুজো। খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হল গণেশ পুজোর প্রস্তুতি। মণ্ডপে তুলে ধরা হবে বাঁশের শিল্প। শহরের বিগ বাজেটের পুজোর মধ্যে অন্যতম এই গণেশ পুজো। এবছরও পুজো উপলক্ষে নানা সামাজিক কার্যকলাপের আয়োজন করবে পুজো কমিটি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
11:08:2023

আগামী চার মাসে ১২ বিলিয়ন ডলার ঋণ শোধ করতে পারবে বাংলাদেশ?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতকে চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে আসা এবং ডলার সংকটের কারণে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করা জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা মুডিস ইনভেস্টর এবং এসএন্ডপি গ্লোবাল বাংলাদেশের ঋণমান কমিয়ে দেয়ায় নতুন করে ঋণ করটা পাওয়া যাবে তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। সাধারণত এ ধরণের সংস্থার ঋণমান কমিয়ে দেয়ার কারণে বৈদেশিক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে বেশি হারে সুদ দিতে হতে পারে। পুনশ্চ, বাংলাদেশ গত অর্থ বছরে প্রায় পনের বিলিয়ন ডলারের মতো ঋণ পেলেও চলতি বছর এখন পর্যন্ত এ ধরণের ঋণ তো আসেনি। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক সংকট বৈদেশিক ঋণের সুদ বাড়ছে এবং পাশাপাশি কমছে ঋণ পরিশোধের সময়। ফলে গত অর্থ বছরের তুলনায় বেড়ে গেছে ঋণ পরিশোধের চাপও। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, এ ঋণ পরিশোধের 'সক্ষমতা' বাংলাদেশের নেই এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় কার্যকর সরকারি পদক্ষেপের প্রচেষ্টাও তার দৃষ্টিতে আসেনি।

হরিয়ানার একটি মসজিদের ইমাম ও তার পরিবার দাঙ্গার সময় যেভাবে বেঁচে যায়

নূহ (এজেন্সী) ঃ হরিয়ানার নূহতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা শুরু হয়েছিল ৩১ জুলাই। সেখান থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে সোহনাতেও ছড়িয়েছিল সেই উত্তেজনা। ভাঙচুর চালানো হয় একটি মসজিদে। মুসলমানদের বাঁচাতে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন প্রতিবেশী শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ। সোহনার জামে মসজিদের ইমাম কলিম কাশফি যখন নূহ'র ঘটনা জেনেছিলেন, তারপর থেকেই তার মনে একটা আশঙ্কা হচ্ছিলই যে তার এলাকাতেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু তিনি নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছিলেন যে তার পরিবার কয়েক দশক ধরে যে এলাকায় বাস করছে, বা বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে যখন দেশজুড়ে দাঙ্গা হচ্ছিল, তখনও তার জামে মসজিদের কোনও ক্ষতি হয়নি। এবারেও কোনও হামলা হবে না বলেই ভেবেছিলেন কলিম কাশফি।

তবে আগের রাতেই গুরগাঁও শহরের ৫৭ নং সেক্টরে একটি মসজিদে হামলা চালিয়ে সেখানকার নায়েব ইমামকে হত্যা করেছিল দাঙ্গাকারীরা। তাই স্থানীয়রা শাহী জামে মসজিদের ইমাম কলিম কাশফিকে সাবধান করেছিলেন।

নূহ'র দাঙ্গার পরের দিন সোহনায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতা আর পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে একটা শান্তি কমিটির বৈঠক হয়। শহরের সব সম্প্রদায় একসঙ্গে থাকবে, এই সিদ্ধান্তও হয়।

বৈঠকের আগে অবশ্য স্থানীয় পুর প্রতিনিধির স্বামী গুরবচন সিং মি. কাশফিকে সতর্ক করেছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তিনি কোনও নিরাপদ জায়গায় চলে যান।

তবে বৈঠকের পরে মি. সিংয়ের মত বদলায়, তিনি কলিম কাশফিকে বলেছিলেন, এখন পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

শাহী মসজিদের একটি অংশে ইমাম ও তার ভাইদের পরিবার বসবাস করে। নূহ'র ঘটনার পরে মসজিদের নিরাপত্তায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

কলিম কাশফি বলেন, প্রশাসন এবং আশেপাশের লোকজন আমাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিল। পুলিশও হাজির ছিল, তাই ভয়ের মধ্যেও আমরা পরিবারসহ এখানেই থেকেছি।

সোহনায় মুসলমানদের সংখ্যা সামান্য, আর শাহী জামে মসজিদের আশেপাশে মাত্র কয়েক ঘর মুসলমানের বসবাস। ইমামের যৌথ পরিবারে রয়েছে প্রায় ৪০ জন সদস্য।

শাহী জামে মসজিদের সঠিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও স্থাপনাটি দেখে মনে হয় এই মসজিদটি কয়েক শতাব্দী পুরণো।

ইমাম কলিম কাশফির মতে, এই মসজিদটি আলাউদ্দিন খিলজির নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল তিনটি বড় গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি একটু উঁচু জমিতে নির্মিত।

এর একপাশে বারোটি স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি বিশাল গম্বুজ এবং এর সংলগ্ন একটি মাজারের মতো ভবন যেখানে ইমাম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এখন বসবাস করছেন।

গত পয়লা অগাস্ট, মঙ্গলবার দুপুর একটার দিকে ইমাম কাশফি খবর পাচ্ছিলেন যে মসজিদে হামলা হতে পারে। তিনি নিজের পরিবারকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দেন।

কলিম কাশফির কথায়, দু'তিনজন যুবক মসজিদের দেয়াল টপকে ভেতরে চলে আসে। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় থানায় বিষয়টি জানাই। থানা থেকে ওসি পৌঁছে হামলা করতে আসা ওই যুবকদের তাড়িয়ে দেন।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরে, প্রচুর মানুষ অন্যদিক থেকে মসজিদে হামলা চালায়। একটা সময়ে পুলিশও তাদের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে, জানাচ্ছিলেন মি. কাশফি।

মসজিদেই সে সময়ে ছিলেন মি. কাশফির ভাতিজা সাদিক। ভিড় এগিয়ে আসতে দেখে তিনি আবাসিক অংশের সদর দরজা বন্ধ করে দেন। রান্নাঘর থেকে তিনি ওই হামলা দেখছিলেন, সেখান থেকেই ঘটনার একটি ছোট ভিডিও করেন।

সাদিক ব্যাখ্যা করেন, আমরা বাড়ির নারী ও শিশুদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে, আমরা তাদের গম্বুজের দিকটায় চলে যেতে বলি, যাতে হামলাকারীরা তাদের দেখতে না পায়। আমরা বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলাম যাতে মনে হয় ভেতরে কেউ নেই।

তার রেকর্ড করা ভিডিওতে হাতে দেখা যায়, অস্ত্র নিয়ে হামলাকারীরা মসজিদ ভাঙচুর করছে।

ওই সময়ে স্থানীয় পুর প্রতিনিধির স্বামী গুরবচন সিং জানতে পারেন যে মসজিদে ইমাম ও তার পরিবার আটকে পড়েছে, সেখানে হামলা হচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এলাকার শিখ যুবকদের জড়ো করে মসজিদের দিকে এগিয়ে যান।গুরবচন সিং বলছিলেন, স্থানীয় পুলিশ দাঙ্গাকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু তাদের সংখ্যা কম ছিল। আমাদের এগিয়ে যেতে দেখে পুলিশও ভরসা পায়। আমরা যখন মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি ততক্ষণে দাঙ্গাকারীরা পালিয়ে গেছে।

পুলিশের সঙ্গে আমরা ইমাম ও তার পরিবারকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা ইমাম সাহেবকে বললাম, তিনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে চান, থাকতে পারেন।

ওয়াটার কুলার, চেয়ার ও ফ্যানও ভেঙে ফেলা হয়েছে। হামলার পর মসজিদ পরিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু এখনও সর্বত্র আক্রমণের চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে ইমাম খুতবা দেন, সেটাও ভেঙে ফেলা হয়েছে। উপড়ে পড়েছে বৈদ্যুতিক বোর্ড। মজবুত দরজাতেও ফাটল ধরেছে। লাঠির আঘাতে মসজিদের ঘড়িটি একই সময়ে থেমে আছে। এখনও সময় দেখাচ্ছে দুপুর দেড়টা।

মি. সাদিকের কথায়, হামলাকারীরা যা পেয়েছে, ভাঙচুর করেছে। আমাদের বাড়ির নারী আর শিশুরা আটকা পড়েছিল। আমরা সবাই প্রায় দম বন্ধ করে বসেছিলাম। তারা যদি জানত যে আমরা ভিতরে আছি, তাহলে দরজা ভাঙার চেষ্টাও করত।

সাদিক একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করেন এবং সহিংসতার পর থেকে অফিসে যাচ্ছেন না। তিনি এখন বাড়ি থেকে কাজ করছেন।

এই হামলার ফলে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা হবে, কিন্তু আমাদের মনের ক্ষতটা মুছে ফেলা সহজ নয়, বলছিলেন মি. সাদিক।

সাদিকের খালার ছেলে সুহেলও ওখানেই থাকেন এবং গুরগাঁওতে কাজ করেন। হামলার সময় সুহেলও মসজিদেই ছিলেন। তার কথায়, এই ঘটনা ভুলে যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হবে না। পুলিশ গুলি না চালালে এখানে অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারত।

বর্তমানে জামে মসজিদে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এখন পরিস্থিতি শান্ত, তবে উত্তেজনাও রয়েছে। এখান থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন ইমামের পরিবারের নারীরা।

কলিম কাশফির কথায়, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চাই।

কিন্তু তার মনে যে ভয় ঢুকে গেছে, তা থেকে কি বেরিয়ে আসতে পারবেন তিনি?

মি. কাশফির কথায়, আমরা চিন্তাও করতে পারিনি যে এরকম হামলা হতে পারে। কিন্তু মসজিদ ছেড়ে আমরা কোথায় যাব? কার হাতে ছেড়ে যাব এই ঐতিহ্য?

গুরগাঁও পুলিশ এই হামলার ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

সোহনার এসিপি নবীন সিঙ্গু জানিয়েছেন, আমরা এখন তদন্ত করছি। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গুরুবচন সিং কি ভয় পেয়েছিলেন?

এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা শুধু জানতাম যে জীবন বাঁচানো আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। আমরা ছোটবেলা থেকেই ইমাম ও তার পরিবারকে চিনি। আমরা শুধু আমাদের ধর্ম পালন করছিলাম। মসজিদ থেকে প্রায় দুশো মিটার দূরে শিখদের একটা বড় এলাকা আছে। এখানে প্রায় তিনশো শিখ পরিবার থাকে, রয়েছে একটা বড় গুরুদ্বারও।

একজন শিখ ব্যক্তি তার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলছিলেন, এখানকার শিখরা মুসলিম ভাইদের সাহায্য করতে গিয়েছিল কারণ তাদের ধর্ম কী তা বিবেচ্য নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাদের জীবন বাঁচাতে হবে। মসজিদের ঘড়িটি থেমে আছে

ইমামের ভাতিজা মি. সাদিক বলছিলেন, পুলিশ যখন দাঙ্গাকারীদের তাড়া করছিল, তখন আশেপাশের শিখরা চলে এসেছিল। তারা জানতে চাইছিল যে আমরা ঠিক আছি কী না বা কারও কোনও আঘাত আছে কী না। আমরা যদি কোথাও চলে যেতে চাই তাহলে ওরা গাড়ি করে পৌঁছিয়ে দেওয়ার কথাও বলেছিল। কিন্তু পরে প্রশাসন একটি বাসের ব্যবস্থা করে, সেটিতেই আমাদের পরিবারকে পুলিশী পাহারায় নিরাপদ জায়গায় রেখে আসে তারা, জানাচ্ছিলেন মি. সাদিক।

ইমাম কলিম কাশফি বলেন, আমাদের প্রতিবেশীরা পাশে থাকায় খুব ভরসা পেয়েছিলাম আমরা। হামলার সময় শিখ ভাইরাও যেমন এসেছিলেন, তেমনই পাশেই যে সাইনি হাসপাতাল আছে, তারাও এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছিল আমাদের। হামলার সময় দাঙ্গাকারীরা মসজিদের পাশে পার্ক করা গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন ভাঙচুর করে।মসজিদে রাখা

পাকিস্তানে সংসদ ভেঙে দেয়া হলেও পিছিয়ে যাচ্ছে নির্বাচন

ইস্লামাবাদ (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তানের সংসদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তবে সংসদ ভেঙে দেবার নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও নির্বাচনটি সম্ভবত বিলম্বিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে দেশটিতে জনশুমারির ভিত্তিতে নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

দেশটিতে গত সপ্তাহেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেফতার করা হয় এবং আদালতের তার কারাদণ্ড হওয়ায় তিনি পাঁচ বছরের জন্য রাজনীতিতে অযোগ্য হয়ে গেছেন।

তিনি প্রকাশ্যে দেশটির প্রভাবশালী সামরিক বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং বলেছিলেন সামরিক বাহিনী আসন্ন নির্বাচন নিয়ে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভী বুধবার সংসদ ভেঙে দেয়ার আদেশ দেয়ার পর একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ ও তার সরকারের হাতে নতুন অন্তর্বর্তী নেতার নাম চূড়ান্ত করার জন্য তিনদিন সময় আছে।

নির্বাচন কমিশনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছেন, জনশুমারি শেষ হলেই নির্বাচন হবে। এ জন্য চার মাস সময় দরকার হবে। ফলে নির্বাচনটি আগামী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত হতে পারে। মি. শরীফও সাংবাদিকদের সম্প্রতি বলেছিলেন যে এ বছর নির্বাচন নাও হতে পারে।

যদিও দেশটিতে এমন আলোচনা আছে যে নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার মূল কারণ হলো ইমরান খানের জনপ্রিয়তার কারণে ক্ষমতাসীন পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ) এর জোট নির্বাচনের জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী নয়। পাশাপাশি আইএমএফ এর সহযোগিতা সত্ত্বেও ব্যাপক মূল্যস্ফীতির প্রভাব পড়েছে সেখানে।

এক সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও মি. খান এমনভাবে সেনাবাহিনীর বিরোধে জড়িয়েছেন যা তার আগে কোনো রাজনীতিক করেননি।

সিনিয়র বিশ্লেষক রাসুল বখশ রাইস এমনকি এটাও মনে করেন যে গ্রেফতার কারণেও ইমরান খানের জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে।

এর আগে গত মে মাসে মি. খানের গ্রেফতার নিয়ে ব্যাপক সহিংসতা হয়েছিলো, যাতে মারা গিয়েছিলো অন্তত আটজন এবং নজিরবিহীন হামলা হয়েছিলো সামরিক কিছু স্থাপনাতেও।

সত্তর বছর বয়সী এই রাজনীতিক দাবি করেছিলেন যে সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য হলো 'তাকে বন্দী রেখে তার দলকে ধ্বংস করে দেয়া'। কিন্তু এবারেই সেই একই নিয়ম দেখা গেছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে যেই চ্যালেঞ্জ করুক, এমনকি সেটা মি. খানের মতো আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হলেও, তাকে সরে যেতে হবে।

১৯৭০ সাল থেকেই এটি হয়ে আসছে এবং এ তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন হলেন ইমরান খান। সাবেক সিনেটর আফরাসিয়াব খাত্তাক বিবিসিকে বলেন এখানে সমান্তরালভাবে দুটি সরকার কাজ করে। অনুমোদনহীন ডি ফ্যাক্টো ফোর্স সবসময় সংসদীয় প্রক্রিয়ার ওপর খবরদারি করতে চায়, বলছিলেন মি. খাত্তাক।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী সবসময়ই ক্ষমতাবান। কিন্তু তারা আরও ক্ষমতা চায় যাতে করে তাদের অনুমোদিত কর্মকাণ্ড কেউ চ্যালেঞ্জ না করে সেটা রাজনীতিক, অধিকার কর্মী কিংবা সাংবাদিক যেই হোন না কেন।

গত সপ্তাহে সংসদে দুটি ড্রাকোনিয়ান ল উপস্থাপিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্যেই হলো সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার ক্ষমতা বাড়ানো।

শতাব্দী প্রাচীন অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট এর দুটি সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে যেটা মোটা দাগে আইএসআই এবং আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) 'অফিশিয়াল সিক্রেটস লঙ্ঘনের অভিযোগ' গ্রেফতারের ক্ষমতা দিবে।

এছাড়া নতুন বিলটিতে এমন বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে কেউ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নাম প্রকাশ করলে তার তিন বছর জেল হবে।

এসব সংশোধনীর প্রস্তাব নিয়ে তীব্র হট্টগোল হয়েছে সংসদে। পিটিআই ও পিএমএলএন এর জোট সঙ্গীরা তড়িঘড়ি করে এসব ড্রাকোনিয়ান ল কোনো ধরণের আলোচনা ছাড়াই পাশের তীব্র সমালোচনা করেছেন। জামাত ইইসলামির সিনেটর মুশতাক আহমেদ বলেছেন এ আইন গোয়েন্দা সংস্থাকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই তল্লাশি ও আটকের 'ব্যাপক ক্ষমতা' দিবে। এর প্রভাব পড়বে মানবাধিকার, ব্যক্তি অধিকার ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে নিয়মিতই বিরোধী রাজনীতিক, অধিকার কর্মী ও সাংবাদিকদের আটকের অভিযোগ ওঠে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দৃষ্টিতে প্রতি মাসেই বাড়ছে জোরপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনা। এ ধরণের ঘটনা তদন্তের জন্য কাজ সরকার সরকারি সংস্থার হিসেবে শুধু জুলাই মাসেই ১৫৭টি এ ধরণের ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট হয়েছে। সংসদে উত্থাপিত বিলগুলো প্রেসিডেন্ট আলভীর কাছে পাঠানো হয়েছে। মি.আলভী পিটিআইয়ের একজন সহপ্রতিষ্ঠাতা। সংসদে বিল পাশের পর আইনে পরিণত করতে হলে প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

যেসব কারণে পাহাড়ি অঞ্চল বন্যার জলেতে ডুবে গেল

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের পাহাড়ি জেলাগুলো বন্যায় আক্রান্ত হওয়ার পর সেখানকার বাসিন্দারা বলছেন, এই এলাকায় এরকম ভয়াবহ বন্যা তারা আগে আর দেখেন নি। বান্দরবানের লামার বাসিন্দা আব্দুল্লাহর বাড়ি পানিতে ডুবে যাওয়ায় ঘরবাড়ি ছেড়ে পুরো পরিবার উঁচু একটি জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। তিনদিন ধরে তাদের এলাকায় বিদ্যুৎ নেই, ফলে চার্জ করতে না পেরে মোবাইলও চলছে না। তাদের কাছে খাবারও খুব কম রয়েছে।

সোলার ব্যবহার করে বুধবার তিনি ১০ মিনিটের জন্য মোবাইল চালু করতে পেরেছিলেন। সেই সময় কথা হয় আব্দুল্লাহর।

'পরিস্থিতি খুব খারাপ। কোন দিন এভাবে এখানে পানি উঠবে ভাবি নাই, তাই কারো কোনরকম প্রস্তুতিও ছিল না। অনেকটা হঠাৎ করে ঘরবাড়ি ছেড়ে উঠে আসতে হয়েছে। কারও সাথে যোগাযোগও করতে পারছি না,'' তিনি বলেন। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলের কারণে সাঙ্গু আর মাতামুহুরি নদী উপচে বান্দরবান, খাগড়াছড়ি আর কক্সবাজারের বহু অঞ্চল তলিয়ে গেছে। পাহাড়ি এলাকাগুলোয় এর আগে এরকম বন্যা আর দেখা যায়নি।

বান্দরবান শহর এলাকাও জলেতে তলিয়ে যাওয়ায় আর সাবস্টেশনগুলোয় জল ঢুকে পড়ায় গত তিনদিন ধরে শহর বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। চার্জ দিতে না পারায় সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ মোবাইল বা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন না। সারা দেশের সঙ্গে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সাঙ্গু ও মাতামুহুরি নদী যেসব এলাকা দিয়ে বয়ে গেছে, তার আশেপাশের সব এলাকাই বন্যাক্রান্ত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কক্সবাজারের চকোরিয়ার বাসিন্দা মাহমুদুর রহমান বলেন, 'মা স্ট্রোকের রোগী হওয়ায় কোথাও যেতে পারি নাই। খাটের নীচে পাঁচটা ইট দিয়ে উঁচু করে ঘরের মধ্যেই আছি, বাইরে বের হওয়ারও কোন সুযোগ নাই। আশেপাশের বহু মানুষ যেভাবে পারছে, অন্যদিকে চলে গেছে।'' তিনি জানান, সর্বশেষ ১৯৮৮ সালে তারা এরকম বন্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তারপর আর চকোরিয়ায় এরকম বন্যা হয়নি।

তবে বাংলাদেশের বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে, এসব এলাকার জল কমতে শুরু করেছে। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি না হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

পাহাড়ি অঞ্চলগুলোয় হঠাৎ করে এরকম বন্যার পেছনে কয়েকটি কারণ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সরদার উদয় রায়হান বলেছেন, 'এবারের বন্যার পেছনে মূল কারণ হলো গত কয়েকদিনের বৃষ্টি। সাধারণত পুরো অগাস্ট মাসে বান্দরবানে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয় গড়ে সাড়ে ৪০০ মিলিমিটার। কিন্তু গত চার তারিখ থেকে আট তারিখ এই পাঁচদিনে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৮০০ মিলিমিটারের বেশি। অর্থাৎ একমাসের চেয়ে দ্বিগুণ বৃষ্টি হয়ে গেছে পাঁচদিনে।' 'অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত হওয়ায় মাতামুহুরি এবং সাঙ্গু নদীর স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতা পার হয়ে গেছে, যে কারণে এই বন্যা দেখা দিয়েছে। কারণ পাহাড়ের বিভিন্ন ঢল এবং বৃষ্টির জল নদীতে একসাথে নামতে গিয়ে উপচে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। যেসব এলাকা দিয়ে এই দুটি নদী প্রবাহিত হয়েছে, তার আশেপাশের এলাকা মূলত বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে,'' তিনি বলেন। নিকট অতীতে এরকম বন্যার উদাহরণ আর দেখা যায়নি, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বান্দরবানের লামা পয়েন্টে নদীর জল বাড়ার যে রেকর্ড ছিল, সেটা এর মধ্যেই পার হয়ে গেছে। গত ৫০ বছরে এই পয়েন্টে গড় সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল ৫০ মিটার, এবার সেটা হয়েছে ৫০ দশমিক চার শূন্য মিটার।